CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 July 2021 ■ আগরতলা ৩১ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১৪ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুক্রবার আগরতলায় গান্ধী মুর্তির পাদদেশে আন্দোলনরত শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন ঘিরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। চাকরীচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শুক্রবার তারা সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চাকরির দাবিতে আন্দোলনে শামিল হন। তখনই পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুক্রবার সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চাকরির দাবিতে আন্দোলনে শামিল হন। তখনই নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ তাদেরকে সেখান থেকে আটক করে নিয়ে যায়। আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

তাদের অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলি যখন বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটত করে চলেছে তখন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অথচ চাকরির দাবিতে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা করছে তখনই কোভিড বিধির অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকারা।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানান করোণা বিধি অমান্য করায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তেলিয়ামুড়ায় পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুলাই।। উৎস স্থলে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাতে দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী।

গত ১ সপ্তাহ ধরে তেলিয়ামুড়া পুর এলাকায় ১৫ টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট চলছে। বিশেষ করে জলের উৎস স্থানে অর্থাৎ খোয়াই নদীতে বালির চর থাকার কারণে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে প্রয়োজনীয় জল নেওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েক দিনের বর্ষনে খোয়াই নদী জলে পরিপূর্ণ থাকলেও বর্তমানে সেই জল নেই। উৎস স্থলে বালির চর থাকার কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বালির ঢুকে একটি মেশিন বিকল হয়ে গেছে বলে জানা যায়। ফলে একটি মেশিনের মাধ্যমে উত্তোলন করে সরবরাহ করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার প্লান্টের উৎস স্থলে গিয়ে দেখা যায়, বৈদ্যুতিক মোটর চালিয়ে পাইপ যোগে বালি সরানোর কাজ করছে শ্রমিকরা। এ ব্যাপারে এক শ্রমিক জানায়, পুরবাসীরা প্রয়োজনীয় জল পাচ্ছে না, সে জন্য জলের উৎস স্থল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবীতে বিলোনীয়া কলেজে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুলাই।। কলেজের ষষ্ঠ সেমিস্টার এর পরীক্ষার সময়সূচী আরও পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। করোনা পরিস্থিতিতে অন্তত ৫০ শতাংশ সিলেবাস কমিয়ে দেওয়ার জন্যও দাবি জানানো হয়। শুক্রবার বিলোনিয়া কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে যে প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। অপেক্ষাকৃত কম সময় বেঁধে দিয়ে অফলাইনে কলেজের ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ক্ষুব্দ ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে অনলাইনের মাধ্যমে নেওয়া হোক মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা। সেই জন্য ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল বিলোনিয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্মারক লিপি তুলে দেওয়ার পর প্রতিনিধি দলটি প্রিন্সিপাল ইনচার্জের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে জানায়, ইউজিসি গাইড লাইন অনুযায়ী ৩১শে আগষ্ট ষষ্ঠ সেমিষ্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা।সেই অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি থেকে নোটিশ আসে ২৫ সিলেবাস রিডিউস করে দেওয়া হবে।অফ লাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা ৫০ সিলেবাস কমিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। নিজ বাড়িতেই বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। হতভাগ্য ওই মহিলার স্বামী তাঁর সাথে থাকেন না। তাই, দুই সন্তান নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকেন নীলিমা দাস(৪৫)। তাঁর মৃত্যুতে দুই ছেলে অনাথ হয়ে গেছে।

শুক্রবার সকালে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মাঝবয়সী মহিলার। বিশালগড় থানাধীন আমবাগান এলাকায় ওই ঘটনায় আশেপাশের মানুষ শোকগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। বাড়ির লোকজন মহিলাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ায় তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা দেন।

স্থানীয়দের বক্তব্য, নীলিমা দাসের বাড়ি উদয়পুর মহারানী এলাকায়। তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন যাবত তাঁদের সঙ্গে থাকেন না। তাই তিনি দুই পুত্র সন্তানকে নিয়ে বিশালগড় থানাধীন আমবাগান এলাকার বাসিন্দা মৃনাল দেবনাথের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আজ সকালে ওই মহিলা স্নান করে ঠাকুর পূজা দিয়ে কাপড় ছড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, চিকিতকরা তাঁকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন। স্থানীয়দের দাবি, ওই মহিলা ভাড়া বাড়িতে থেকে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মহিলার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাতসকালে যান দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর রেল ব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এলাকায়।শুক্রবার সাত সকালে এই ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকালে বিশালগড় থেকে টিআর০১ এএন ০৩২৯ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাবার পথে অপরদিক থেকে আসা একটি ইকো গাড়ি যার নম্বর টিআর ০১ এইচ ২৮১৪ খুব দ্রুত গতিতে এসে সজোরে ধাক্কা দেয় বিশালগড় থেকে আসা মারুতি গাড়িটিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা দৌড়ে এসে গাড়িতে থাকা আহত ৫ জনকে উদ্ধার করে। বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। তারা ছুটে গিয়ে আহতদের নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাপানিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার করে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ।

কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে গেল সাজাপ্রাপ্ত আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ জুলাই।। গোমতী জেলার উদয়পুরের গোপালনগর কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে গেছে সাজাপ্রাপ্ত আসামী। তাকে আটক করার জন্য প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও এখনও পর্যন্ত তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।আবারো এক সাজাপ্রাপ্ত আসামি পালিয়ে গেলো গকুলপুরস্থিত কোভিড করিয়া সেন্টার থেকে।

সাজাপ্রাপ্ত আসামির নাম পিন্টু দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত বুধবার উদয়পুর জেলা কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী এবং জেলা কারাগারে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের কোভিড পরীক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উইকেন্ড কারফিউ থাকছে না

কাল থেকে রাজ্যে এক মাসব্যাপী রাতের কারফিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রাজ্যে পয়াল আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্রতিদিনি সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত করোনা রাতের কারফিউ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। উঠে যাচ্ছে উইকেন্ড কারফিউ। তাছাড়া থাকছে না দিনের কারফিউ। সেই সাথে বেশ কিছু শিথিলতা আনা হয়েছে। তার মধ্যে যেমন রয়েছে জিম, দেবলায় ইত্যাদি।

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সরকার সারা রাজ্যে করোনা রাতের কার্ফর মেয়াদ বাড়িয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব কুমার অলোক আজ এক আদেশে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, করোনা রাতের কার্ফ ১ আগস্ট, ২০২১ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২১ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সারা রাজ্যে কার্যকর থাকবে। এই আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত করোনা বিধিনিষেধ সারা রাজ্যে কার্যকর থাকবে : কঠোরভাবে করোনা নিয়ম পালন করে খোলা অথবা বন্ধ জায়গায় বৈঠক / জমায়েত (খোলা জায়গায় ১০০ জন পর্যন্ত এবং বন্ধ জায়গায় / হলের ৩০ শতাংশ আসন পূর্ণ করে) করা যাবে। ২ গজ দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। কোভিড বিধিনিষেধ নিশ্চিত করতে এসব অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হবে। সিনেমা হল / মাল্টিপ্লে', জিমন্যাসিয়াম / সুইমিং পুল, স্পোর্টস কমপ্লে' ও স্টেডিয়াম, বিনোদন পার্ক, বার ইত্যাদি ৩০ শতাংশ ধারণ ক্ষমতা পূরণ করে খোলা যাবে।

সমস্ত এককভাবে পরিচালিত দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (শপিং কমপ্লে' / মল, বিউটি পার্লার, সেলুন সহ) সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। ক্রেতারা যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন এবং মাস্ক পরিধান করেন তা সুনিশ্চিত করবেন দোকানের মালিক। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বাজার কমিটি ভলান্টিয়ার নিয়োগ করবেন। ঔষধের দোকান সবসময় খোলা থাকবে।

রেস্টুরেন্ট / ধাবা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হোটেলের ভিতরের রেস্টুরেন্ট বাইরের অতিথির জন্য সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। কিন্তু হোটেলে অবস্থানকারী অতিথিরা সবসময় রেস্টুরেন্টের পরিষেবা নিতে পারবেন। রেস্টুরেন্ট / ধাবার ভিতরে মালিক বা তার সহকারীরা প্রতি ৩৬ স্কোয়ার ফুট এলাকায় একজনের বেশি থাকতে পারবেন না। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে চলবে এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় ভিড় কমাতে বিভিন্ন সময়ে তাদের কর্মসময় থাকবে। যেমন সকাল ১০টা থেকে ৪.৩০ টা সকাল ১০.৩০ টা থেকে বিকাল ৫টা এবং সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫.৩০ টা। অফিসে সবাইকে কঠোরভাবে কোভিড নিয়ম মেনে চলতে হবে।জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি ও কর্মস্থলের বাইরে যাবেন না। জরুরি প্রয়োজনে কোভিড নিয়ম মেনে চলাচল করা যেতে পারে। পরিবারের সদস্য ছাড়া বাকিদের সাথে পাবলিক প্লেস ও রাস্তায় সবসময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসইর দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশ

এবছর পাশের হার ৯৯ শতাংশের বেশি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.)।। প্রতীক্ষার অবসান। শুক্রবার দুপুরে প্রকাশিত হল সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। এবছর পাশের হার ৯৯.৩৭ শতাংশের বেশি। গত বছরের তুলনায় এই হার ১১ শতাংশ বেশি। এবছর সিবিএসই দ্বাদশে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৪ লক্ষ। এদের মধে দেড় লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর স্কোর ৯০ শতাংশের বেশি। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। পূর্বঘোষণা মতো এদিন দুপুর ২ টো নাগাদ ফলাফল প্রকাশ করেছে বোর্ড। করোনা আবহে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে এবছরের সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা।

পরীক্ষার্থীদের ফলাফল নির্ধারণের জন্য ১৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জানা যায়, লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নম্বর দশম শ্রেণির প্রাপ্ত নম্বর থেকে দেওয়া হবে। পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির প্রাপ্ত নম্বর থেকে দেওয়া হবে ৩০ শতাংশ এবং বাকি ৪০ শতাংশ নম্বর দ্বাদশ শ্রেণির প্রি-বোর্ড বা মিড টার্ম পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে দেওয়া হবে। সেই মতই এই ফর্মূলা মেনেই প্রকাশ হতে চলেছে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল।

অন্যদিকে, এবছর পরীক্ষা না হওয়ার কারণে এবার পড়ুয়ারা নিজেদের রোল নম্বরও জানেন না। সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রোল নং দেওয়ার পর নিজের নাম, স্কুলের কোড নং, বাবা ও মায়ের নাম টাইপ করতে হবে। তারপরই পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে স্ক্রিনে ভেসে উঠবে তার ফলাফল। এ বছর মেধাতালিকা প্রকাশ করবে না বোর্ড। এছাড়া ওয়েবসাইট থেকে মার্কশিট ডাউনলোড করা যাবে।

এছাড়া, সিবিএসই-বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, যারা প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবেন, তাদের জন্য আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কারণ প্রাইভেটের ছাত্রছাত্রীদের আগের পরীক্ষা গুলির রেকর্ড বোর্ডের কাছে নেই তাই এই ব্যবস্থা বলে জানা গিয়েছে।

বিদ্যৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে সারা রাজ্যে ৩৪টি সাব স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রাজ্যে বিদ্যৎ পরিষেবা ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। আজ জম্পইজলা মহকুমার গাবর্দি ৩৩ কেভি পাওয়ার সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। ভারত সরকার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিদ্যৎ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পে এই সাব স্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। বিদ্যৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সাব স্টেশনটি নির্মাণের ফলে গাবর্দি, জারুলবাচাই, শ্রীনগর, শ্যামনগর, প্রভাপুর, টেলারবন, যুগলকিশোর নগর সহ ঐ এলাকার ৫ হাজার ৩২৭টি পরিবার উপকৃত হবে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যৎমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বিদ্যৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে সারা রাজ্যে এরকম ৩৪টি বিদ্যৎ সাব স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই গাবর্দি সাব স্টেশন সহ ৯টি সাব স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্মিয়মান সাব স্টেশনগুলো চালু করা সম্ভব হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন নতুন সাব স্টেশনটি চালু হওয়ায় এই এলাকার দীর্ঘদিনের বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি ঘটবে। সাব স্টেশনের উদ্বোধনের পর উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী এবং টিকা গ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে, জম্পইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক সীব দেববর্মা এবং বিদ্যৎ নিগমের আধিকারিকগণ।

স্তন্যদায়ী মা ও গর্ভবতীদের জন্য করোনার টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ, গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন চিকিৎসকদের

১০০ শতাংশ টিকাকরণের মাধ্যমে করোনার তৃতীয় ঢেউ আটকানো সম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। করোনার টিকা নিয়ে ত্রিপুরায় অযথাই জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। ওই টিকা গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য সম্পুর্ন নিরাপদ। করোনার টিকা নেওয়া মায়েদের দুগ্ধ পান করে শিশুরা আরও বেশি উপকৃত হবে। তাই, গুজবে কান দেবেন না। মত ত্রিপুরার চার বিশেষজ্ঞ চিকিতকের।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় কৃষ্ণপুর এলাকায় ১১ মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ করোনার টিকা নেওয়ার কিছুক্ষণ পর মাতৃদুগ্ধ পান করেছিল শিশুটি। এরপর থেকেই সে সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরে এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই জনমনে করোনার টিকা নিয়ে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

বিশেষ করে জনজাতিদের মনে ওই খবরে ভয় তৈরী হয়েছে। তাই আজ সাংবাদিক সম্মেলনে চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিতক দাবি করেন, স্তন্যদায়ী মা করোনার টিকা নেওয়ায় ১১ মাসের শিশুটির মৃত্যু হয়নি। কারণ, ওই টিকার কোন প্রভাব এত কম মাতৃদুগ্ধে পরেনি। বরং টিকা নেওয়া মায়ের দুগ্ধ পান করে শিশুরা উপকৃত হচ্ছে।এ-বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্য টিকাকরণ আধিকারিক ডা: মৌসুমী সরকার বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর ১৯ মে থেকে স্তন্যদায়ী মা এবং ৭ জুলাই থেকে গর্ভবতী মহিলাদের করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে। গতকাল তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ১১ মাসের শিশু ডালিয়া দেব্বর্মার মৃত্যু হয়েছে।

ওই শিশুটির মা ২৭ জুলাই করোনার টিকা নিয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ টিকা নেওয়ায় ওই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। কারণ শিশুটি মাতৃদুগ্ধ পান করেছে। ডা: মৌসুমীর কথায়, খবর নিয়ে জানা গেছে শিশুটি কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল। অথচ, হাসপাতালে নেওয়ার বদলে তাকে বাড়িতেই ঔষুধ খাওয়ানো হয়েছে। গতকাল অবস্থা গুরুতর হওয়ায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু, চিকিতকরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। তিনি বলেন, করোনার টিকা নেওয়ায় মাতৃদুগ্ধ পান করে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে এমন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। কারণ, করোনার টিকা সম্পুর্ন নিরাপদ।

শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিতক ডা: সঞ্জীব দেব্বর্মাও একই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, টিকাকরণ সম্পুর্ন নিরাপদ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় পেগাসাস ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮১ ▫ ৩১ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১৪ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সমাধানের পথ

কৃষি আইন বাতিল ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন সাত মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত কৃষকদের দাবি মানিয়া না নিবেন ততদিন পর্যন্ত তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর বলিয়া স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন আন্দোলনকারীরা। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন আন্দোলনকারীরা ট্রাক্টর রেলি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্দোলনকারী উভয়পক্ষই স্পর্শ কাতর ইস্যুতে নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রহিয়াছেন। ফলে সমস্যা সমাধান হইবার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। উৎপাদন ব্যাহত হইলে দেশের জনগণের খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকারকে আলোচনার পথ বাছিয়া নেওয়াই শ্রেয়। কৃষক আন্দোলন যেকোনো সময় যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বিষয়ে সরকার পক্ষকেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করা জরুরি। কেননা ভারত বর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই কারণে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবিকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। সার্বিক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি আগামী বছর ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়াইতে পারে, যাহা ২০২০ সালের থেকে ৪৩ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, গ্রাম-মফস্বল এবং শহর-নগর সর্বত্র মানুষের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সৌজন্যে খাদ্যসহ কৃষিপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়িতেছে। কৃষির অগ্রগতির এটাই নেপথ্য শক্তি। সাধারণভাবে ভারতের ৫৮ শতাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিনির্ভর। করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প-বাণিজ্য-পরিষেবার অধিকাংশ ক্ষেত্র যখন মুখ থুবড়ে পড়িয়াছে তখন কৃষিই জুগাইয়া গিয়াছে নিরন্তর ভরসা। গত দেড় বছরে কৃষিউৎপাদন যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি কর্মসংস্থানেও বিরাট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ক্ষেত্রটি। শিল্পক্ষেত্রে কাজ হারানো বহু শ্রমিকের সাময়িক রুটিরুজির ব্যবস্থা করিয়াছে কৃষি। সব মিলাইয়া ভারতের কৃষির তুলনা সে নিজেই।

এই হিসেবে কৃষির বাড়তি কদর প্রাপ্য। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা কৃষির উন্নয়নে অনেকটাই অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। গ্রাম ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছেন। রাজ্যের কৃষকদের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার নানা প্রচেষ্টা জারি রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন হইলে কৃষকরা যাহাতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন সেই জন্য কৃষি বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধানমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনা ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনা চালু করা হইয়াছে। ইহার সুফল পাইতেছেন রাজ্যের কৃষকরা। বীমা যোজনা সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত ও সচেতন করিবার লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হইয়াছে। প্রতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাকরণ প্রাঙ্গণ থেকে প্রচার ভ্যানের সূচনা করিয়াছেন। সচেতনতার মধ্য দিয়া কৃষকদের পাশে দাঁড়াইবার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, দেশের সরকার কৃষি ও কৃষকের প্রাপ্য প্রদানে কুণ্ঠিত। কৃষির সঙ্গে যুক্ত নাগরিকদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অনেকগুলি পরিকল্পনা নিয়াছে। তার মধ্যে একটি হল, ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ চাষাবাদ করে কৃষকরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হন সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। এজন্য রবি ও খরিফ দু'টি মরশুমেই সরকার সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কিনিয়া থাকে। ধান ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ধানের সংগ্রহ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তাহার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষকস্বার্থ রক্ষাসহ কৃষির উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে তাহা প্রশংসাযোগ্য। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনিয়া চাল তৈরির ব্যবস্থা হয় মূলত রেশন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখিবার জন্য। উন্নয়নে সরকারের কর্মসূচিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। কথা অনস্বীকার্য যে রাজ্যে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। এই রাজ্যে বড় ধরনের কোন কলকারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এই রাজ্যের মানুষ অন্যতম শিল্প হিসেবে গণ্য করিয়া থাকেন। কৃষি শিল্পের মর্যাদা দিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই কৃষিনির্ভর ত্রিপুরা স্বনির্ভর হইয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

দেশের চলমান আন্দোলন ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে আলোচনার পথ আরো প্রশস্ত করা জরুরি।

উল্টোডাঙার গোডাউনে আগুন, শর্ট-সার্কিট থেকেই বিপত্তি

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক কলকাতায়! এবার আগুন লাগল কলকাতার উল্টোডাঙা এলাকার একটি গোডাউনে। শুক্রবার সকাল পাঁচটা নাগাদ ক্যানাল ইস্ট রোডে অবস্থিত গোডাউনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের তৎপরতায় দেড় ঘন্টার মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দমকল সূত্রের খবর, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট-সার্কিটের কারণেই সম্ভবত ওই গোডাউনে আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার সারাদিনের বৃষ্টি শর্ট-সার্কিটের জন্য দায়ী হতে পারে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হেস্টিংস থেকে সাংগঠনিক দফতর সরিয়ে নিল বিজেপি

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : হেস্টিংস কার্যালয় থেকে সাংগঠনিক দফতর সরিয়ে নিল বিজেপি। ভোটের পর থেকেই খরচ কমাতে হেস্টিংস কার্যালয়ের একাংশ ছেড়ে দেওয়ার কথা শুরু হয়েছিল। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি রাজু সরকারের মৃত্যুর পর থেকেই হেস্টিংস দফতরের আটতলায় বিজেপির সাংগঠনিক কাজকর্ম থমকে গিয়েছিল। এবার পাকাপাকি ভাবে ওই কার্যালয় সরিয়ে আনা হল দলের রাজ্য সদর দফতর মুরলীধর সেন লেনে। হেস্টিংস মোড়ের ওই বহুতলের পাঁচতলার অডিটোরিয়াম এবং ন'তলার ঘরগুলি অবশ্য রেখে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেখান থেকে মূল সাংগঠনিক কাজকর্ম চলত, সেই আট তলা পুরোপুরি ছেড়ে দিল বিজেপি। সহ সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী বা কোষাধ্যক্ষ সাবর ধনানিয়া কেউই আর হেস্টিংস মোড়ের বহুতলে বসবেন না বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্যই হেস্টিংস মোড়ের আগরওয়াল হাউসের পাঁচটি তলা ভাড়া নিয়েছিল বিজেপি।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে শ্রদ্ধা বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বাবু শুক্রবার টুইটে লিখেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য শহীদ হন। তাঁর অতুলনীয় সাহসী বৃটিশ রাজকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অমর জাতীয়তাবাদীর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রসঙ্গত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৩০ জুলাই ৮৮২ - ২২ নভেম্বর ৯০৮) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা করার জন্য ২৩ নভেম্বর, ৯০৮ সনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেসিডেন্সি জেলে ফাঁসি হয়।

করোনা বিস্তারের কারণ শুধুই কি পর্যটন?

পার্থময় চ্যাটার্জি

ভূতের মতন চেহারা যেমন নিবোধ অতি ঘোর---যা-কিছু হারায়, গিনি বলেন, কেষ্ট বেটাই চোর।

রবিঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য কবিতাটির এই লাইন গুলো আজ আমার বলতে ৬ ইচ্ছা করছে করোনা নিয়ে পর্যটন শিল্পের দিকে যে ভাবে সকলে আঙ্গুল তুলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে। সারা দেশে ভোট হতে পরে, সারা দেশে ধর্মীয় সভা উৎসব হতে পারে কেন্ত মেলা) ট্রেন বাস চলতে পারে, শপিং মল খোলা যেতে পরে, রেষ্টুরেন্ট চালু পারে, এতে করোনা ছড়ায় না কিন্তু কোনো মানুষ যদি কোথাও ঘুরতে যায় তবে করোনা ছড়ানোর জন্য পর্যটন শিল্পকেই দোষ দেওয়া হয়। সংসদ চলতে পারে এসেমব্রি চলতে পারে কিন্তু চলতে পারেনা। পঁচিশ শতাংশ নিয়ে স্কুল চলতে পারেনা কিন্তু ১০০ শতাংশ মানুব নিয়ে ট্রেন বাস চলতে পারে।

এই মহামারীতে বহু মানুষ ঘরে থেকে থেকে মানসিক রোগী হয়ে গেছে। বিশেষ করে যাদের মধ্যে ভ্রমণ নেশা আছে। বহু মানুষ এই সময় ট্রেন বাস ছেড়ে নিজেদের গাড়ি বা ভাড়ার গাড়িতে ভ্রমণ করছে। তারা যথেষ্ঠ হয় তারা জানে। কোনো মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস বাসা বাঁধলে সে কি করে বেড়াতে যাবে! তার শরীর সায় দেবে কি? হাঁ আমি মানছি দীঘা, পুরী, দার্জিলিং এই সব চির পরিচিত ও সহজলভ্য জায়গা গুলোতে পর্যটকদের ভিড় অস্বাভাবিক হয় ও হচ্ছে, কিন্তু এর বাইরেও তো অনেক জায়গা আছে যেখানে হোটেল খুব কম আছে বা হোমস্টে একমাত্র ভরসা সেই সব জায়গায় কতো আর মানুষ একসাথে যেতে পারে! দার্জিলিঙের ম্যালে বা সেভেন পয়েন্টস, ফাইভ পয়েন্টস, টাইগার হিল যদি বন্ধ থাকে তবে মানুষের জমায়েত আর কোথায় হবে? সমুদ্রের সৈকতগুলোকে যদি বন্ধ রাখে তবে কোথায় জমায়েত হবে! অথচ মানুষ যদি ভিড় এড়িয়ে অফ বিট কোনো জায়গায় যায় তাতে সমস্যা হবে না। আজ দীর্ঘ দেড় বছর যাবতত্ত পর্যটন শিল্প ঘুমাচ্ছে। কোনো প্রশাসনিক আর্থিক সাহায্য তারা পাচ্ছেন না। আর এই শিল্পে লাখ লাখ মানুষ জড়িয়ে আছে। কিভাবে তাদের চলছে কেউ জানেনা। সম্প্রতি বীরভূমের জেলা প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে শান্তিনিকেতন, তারাপীঠ ও কঙ্কালী তলায় যেতে গেলে কোভিড টেস্ট করতে হবে। ধর্মীয় জায়গায় ভিড় মানুষ ভুলে যায় এই মহামারীর কথা তাই সেখানে অবশ্যই বিধিনিষেধ প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুড়ি হাট বা বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণে বিধিনিষেধ থাকলে তো ভালই হয়। এই দু-জায়গার কোনো সুযোগ নেই। এই শিল্পের সাথে জড়িত কত কত মানুষ আজ চোখে অন্ধকার দেখছে!

যারা যানবাহনের ব্যবসায় জড়িত তাদের কথা সরকার একটু ভাবুন, যারা গাইডের কাজ করেন সরকার তাদের কথাটা ভাবুন, যারা টুর অপারেট করেন তাদের কথাটা ভাবুন, যারা হোটেল বা হোমস্টে করেছেন তাদের কথা তাদের কর্মচারীদের কথা তাদের খরচের কথা সরকার একটু ভাবুন। পর্যটন দপ্ত আছে পর্যটন মন্ত্রী, সচিব সব থাকা সত্ত্বেও কেনো এই শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে?

ভ্রমণ নাকি সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকার টনিক। দুনিয়াতে সব চালু আছে শুধু পর্যটনের উপর আঘাত কেন? দোকান বাজারে প্রতিদিন যা ভিড় হয় সেই ভিড় নিশ্চই পুরুলিয়ার, বাঁকুড়া, বীরভূম বা উত্তরবঙ্গের অফবিটগুলোতে হয় না।

দুঃখের বিষয় এটাই যে কেন্দ্রীয় সরকার স্বদের্শ দর্শন ও প্রসাদ ও এক ভারত-এর মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে লাখ লাখ টাকা বিজ্ঞাপন দিয়ে উড়াছে অথচ এই মহামারীতে সরকার এই শিল্পকে বাঁচানোর ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন, বিদেশি মুদ্রা অর্জন, বিপুল কর্মসংস্থান হয় এই শিল্প থেকে। পর্যটন ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে একটা সম্মানজনক স্থানে দাঁড় করিয়েছে। এই মহামারীর আগেও প্রতি বছর আমাদের দেশে বছরে প্রায় এক কোটি বিদেশি পর্যটক আসতো। এই শিল্পে দেশের বিদেশি মুদ্রা আয় হয় বছরে দু'লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। আমাদের দেশের এককটা রাজ্য এই শিল্পের উপর টিকে আছে। উত্তরবঙ্গে চা আর পর্যটন ছাড়া কি আছে যা মানুষের পেচ চালায়? এই শিল্পের ভয়ংকর দুর্দশা চলছে। এটা সারা বিশ্ব জুড়ে তবে সম্প্রতি ব্রিটেন তার দেশের পর্যটন শিল্পকে কিছুটা উন্মুক্ত করেছে। আমাদের দেশের বহু রাজ্যে আছে যেখানে পর্যটনকে খুলে দেওয়া যায় তবে অবশ্যই কিছু বিধিনিষেধ রেখে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরে আর পরিশ্চমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীণভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন, আর ডুয়ার্স কালিমউং এর বেশ কিছু জায়গা।

> দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন, বিদেশি মুদ্রা অর্জন, বিপুল কর্মসংস্থান হয় এই শিল্প থেকে। পর্যটন ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে একটা সম্মানজনক স্থান দাঁড় করিয়েছে। এই মহামারীর আগেও প্রতি বছর আমাদের দেশে বছরে প্রায় এক কোটি বিদেশি পর্যটক আসতো। এই শিল্পে দেশের বিদেশি মুদ্রা আয় হয় বছরে দু-লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। আমাদের দেশের একেকটা রাজ্য এই শিল্পের উপর টিকে আছে।

বাংলার পর্যটক এই রাজ্যে ঘুরতে পারে আর কোনো পর্যটন তার দেহতে রোগ নিয়ে নিশ্চই বাড়ির বাইরে যাবে এটা ভুল ধারণা। দার্জিলিং এই রাজ্যের নাকি সব থেকে বেশি সংক্রমিত জায়গা। কারণটা কি? জানতে চাই। এই বছর প্রচুর পর্যটক এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে দার্জিলিং গেছিল এবং আমার পরিচিত বেশ কিছু মানুষ গেছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সমস্ত ট্রাভেল গ্রুপ আচে তাদের কয়েকটির সাথে আমি বেশ ভালোভাবেই ঘনিষ্ঠ আর আমার পরিচিত বহু মানুষকে জানি যারা ঘুরে আসার পরে কোনো ভাবেই অসুস্থ হয়নি, তবে হ্যাঁ প্রত্যেকই ভ্যাকসিন নিয়ে তবেই ভ্রমণে বেরিয়েছে।

সরকারি মেষণা অনুযায়ী এই রাজ্যের সংক্রমনের হার ও মৃত্যুর হিসাব যা দেওয়া হচ্ছে তাতে করে বোঝা যাচ্ছে আমরা বেশ ভালো জায়গায় আছি এই রাজ্যের মানুষ অনেক নিরাপদ জায়গায় আছি বলেই সব কিছুতেই বিধিনিষেধ শিথিল করেছি তবে একটা প্রশ্ন মনেতে থেকে যায় সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে সারা রাজ্যে রাত্রি নটা থেকে সরকাল ৫ টা অবধি লকডাউন যেটা শুধু নামেই ছিল সেটাকে এখন কাজে পরিণত করতে চলেছে কোনো? এতদিন কেনো এটাকে সেই ভাবে রক্ষা করা হয়নি? হঠাৎ করে পর্যটন শিল্পে উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হচ্ছে কেন? আর কোনো জায়গায় বিধিনিষেধ নেই শুধু ভ্রমণ প্রিয় মানুষগুলোর উপরই বিধিনিষেধ কেন?

আমি স্বীকার করছি যে সারা পৃথিবীর মানুষ এখন করোনা তৃতীয় ঢেউ নিয়ে চিন্তিত আর এই আঘাত যদি ভয়ংকর হয় তবে আমরা আবার ছয় মাসের জন্য এই প্রচেষ্টা, কিন্তু আমার কথা শুধু পর্যটন শিল্পকে বাঁধা হবে আর বাস ট্রেন, বাজার দোকান সব মুক্ত ভাবে উড়ে বেড়াবে এটা ঠিক নয়। বিখ্যাত ভ্রমণ স্থান বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা সম্প্রতি দার্জিলিং, দীঘা, সিমলা, মানালি যে ছবি দেখেছি তা সত্যি ভয়ংকর। তাই এই ধরনের স্থান গুলোতে বিধিনিষেধ প্রয়োজন কিন্তু অফ বিট স্থান গুলোতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কোনো ভাবেই দুটো ভ্যাকসিনেশন ছাড়া কোনো হোটেল বা রিসোর্টে কোনো টুরিস্টকে প্রবেশ অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। সব আগে সরকারের উচিত টিকাকরণ আরো দ্রুত সম্পন্ন করা। সরকার এই ছয় মাসে বেল ভ্যাকসিন দেশের কতো। মানুষকে দিয়েছে সেটা জানাকে আমাদের। বলছে যে বাইশ শতাংশ দেশবাসী ভ্যাকসিন পেয়েছে, সেটা সিঙ্গেল কতো আর বেল কত সেটা কেউ সঠিক বলছেন। কোনো আরো ভ্যাকসিন সরবরাহ হচ্ছেনা? কেনো ফাইজার মোডার্না, জনসন অ্যান্ড জনসন ভ্যাকসিন আর হচ্ছেনা? কেনো শুধু ভারতীয় দুটো কোম্পানীকেই এই ভ্যাকসিনের অর্ডার দ্যেয়া হয়েছে? কেনো শুধু পনেতাই এই ভ্যাকসিন তারা তৈরি করবে। সরকারের এত গা ছাড়া মনোভাব কেনো? সরকারকি দেশের মানুষকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করতে ব্যার্থ? শুধু ঘর বন্দী করলেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই হয় না। শুধু পর্যটন শিল্প বন্ধ করে এই তৃতীয় ঢেউ আটকানো যাবেনা। সরকার এই মহামারীর সময় জনগড়কে কোনো ভাবেই আর্থিও সাহায্য করছে না, ইনকাম ট্যাক্স বা জিএসটি মুকুব করছে না। অছত সব কিছু বন্দ করে মানুষকে অনাহারে মরতে বাধ্য করছে। আমরা ভ্যাকসিন চাই সরকারের টাকা না থাকলে যাদের ভ্যাকসিন কিনবার ক্ষমতদা আছে তাদের বিনে খরচে ভ্যাকসিন না দিয়ে মূল্য নিক। সরকার বাহরা নিতে নিতে গিয়ে দেশের মানুষের ক্ষতি করছে। ভ্যাকসিনের অভাব কেনো সেটা দেশ বাসিনর কাছে বলতে হবে। আর কেনো ভ্যাকসিন এত মন্থর প্রক্রিয়ায় হচ্ছে সেটা জনসাধারণের জানার অধিকার নিশ্চই আছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বর্গ নেই, স্যারিডনও নেই, ট্যাটুটুকু থাক

সোহিনী সেন

ছোট্টা ছোট্ট ফলের মতো খুদে নীল বিন্দু হাতের প্রতিটা আঙুলের গাঁটের উপর। জর্জ অরওয়েল বইটির জীবনীকার গর্ডন বকার-কে আরওয়েলের ট্যাটু প্রসঙ্গে এমন কথাই জানানা আদ্রিয়ান ফিয়ার্জ। ফিয়ার্জ ছিলেন অরওয়েলের ঘনিষ্ঠ, তাঁর বন্ধু পুত্র। বিশ শতকের অন্যতম সেরা সাহিত্যিক সাংবাদিক সমালোচক জর্জ অরওয়েলকে প্যারানয়েড রেবেল বলা হত—একথা হয়তো অনেকেই জানেন। যে কথা পানি পায়নি তা হল অরওয়েলেরও ট্যাটু ছিল। এতটুকু পড়ে ট্যাটুর মালিকরা সোল্লাসে লাফাতেই পারেন। একাত্ম হয়ে ভাবতেই পাবেন—ও হরি, তলে তলে এই নাইন্টিন এইট্টি ফোর, অ্যানিম্যাল ফার্ম-এর দুদে রচয়িতাও তাহলে আমাদের মতো 'ব্যাডঅ্যাস' ছিলেন। বলতেই পারেন মনে মনে ওয়েলকাম টু দ্য ইংক্‌ড/ ট্যাটু ক্লাব, বাডি।

সেক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি, নেহাত শখে আহ্লাদে ট্যাটু করাননি ভদ্রলোক। বার্মায় (অধুনা মায়নবার) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিদের হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে নীল উল্কি করা থাকত। সে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দ্যোতক হিসাবে পরিচিত ছিল এই চিহ্ন। ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল পুলিশ ফোর্সের সদস্য হলেও আশ্চর্যজনকভাবে অরওয়েলের হাতেও ছিল এই উল্কি। স্বজাতির ঔপনিবেশিক মানসিকতা কখনও মেনে নিতে পারেননি অরওয়েল। নিজের কাজকে দ্য ডার্টি ওয়র্ক অফ এম্পায়ার বলে মনে করতেন। সমবেদনা ছিল বর্মিদের প্রতি। বিদ্রোহী বর্মিদের সেই সংস্কারকে সমর্থন করে কিছুটা কিছুটা ব্রিটিশদের নাক উঁচু সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে নিজেকে সচেতনে সরিয়ে রাখতে এবং খানিক (স্বজাতি বিদ্বেষের) ভয়ে বয়ে বার্মায় থাকাকালীন জর্জ অরওয়েল তড়িঘড়ি এই উল্কি করান বলেই জানা যায়। খোদ এক ব্রিটিশ কিনা ব্রিটিশ বিরোধী রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে রাখলেন হাতে। ভাবা যায়।

'দেজা ভু'-র মতো শোনালেও এরকম ভয় ভাবনা সন্ত্রাস থেকেই বেড়েছে কোভিড পরবর্তী বিশ্বে ট্যাটু করানোর প্রবণতাও। বৈশ্বিক লকডাউন ট্যাট পালার ও ট্যাট শিল্পকে প্রায় লোলচর্মসারে পরিণত করেছিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন রোজগারের বিকল্প পন্থা। লকডাউন উঠে গেলেও সংক্রাম-সন্ত্রস্ত খদ্দের আসবেন কি না, তাঁদের একশো ভাগ পরিষেবা এবং দুশো ভাগ সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে কি না--- সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। তবে করোনা বলতে গেলে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের জন্য। আবিশ্ব অন্যান্য শিল্প মন্দার মুখোমুখি হলেও ট্যাটুর বাজারে এই মুহূর্তে ভরা বাদর।

অতিমারীর পরিসংখ্যান চ্যার্টে এক বছরের অধিক সময় ধরে ফার্স্ট বয় আমেরিকা। তা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে, শিকাগো থেকে ম্যাসাচুসেটস, ইলিনয়েস থেকে কানেক্টিকাটি,ভার্জিনিয়া থেকে নেব্রাস্কা---মহাদেশের শরীরের প্রতিটা খাঁজে ট্যাটু করানোর চাহিদা বেড়েছে। অতিমারী পূর্ব সময়ের তুলনায় যা বহুলাংশেই বেশি। আটের দশকে আমেরিকায় এড্‌স মহামারী হিসাবে দেখা দেওয়ার সময়ও একইভাবে ট্যাটু করোনোর চাহিদা বেড়ে যায়। কোভিডেও দীর্ঘ লকডাউন শেষে আনলক পর্ব শুরু হতে না হতেই ধুম লেগেছে অ্যাপয়েনমেন্টের। পার্লার বা স্টুডিও খোলার এক ঘণ্টা আগে থেকে দশ বিশ জন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এমন দৃশ্যকে মোটেই আর বিরল বলে ধরছেন না আর্টিস্টরা। একই দৃশ, থেকে শুরু করে তুরস্ক, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ কোরিয়াতেও।

সমীক্ষা বলছে, করোনা যেভাবে রিভেঞ্জ ট্রাভেল -এর প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই একইভাবে বাড়িয়েছে ট্যাটু করার চাহিদাও। ট্যাটুকে মনোবিদরা মূলত লিবারেশন বা ব্যক্তি স্বাধীনতার দ্যোতক হিসবে ধরে থাকেন। নিজের পছন্দ, ভালবাসা, স্মৃতি, সত্তা ভবিষ্যতের জমা - পঞ্জিতে চিরকালের মতো রেখে দেওয়ার আরেক নাম ট্যাটু। আমিকে, আমি কী---তা দৃঢ়, দীপ্ত দৃপ্ত, দীপ্তভাবে জানান দেওয়ার আর এক প্রবণতা।

করোনা পৃথিবীকে দীর্ঘ দু'বছরের গৃহবন্দিত্ব দিয়েছে। বিনয়ী আলস্যে বাড়িয়েছে মৃত্যুভয়ের চারা। আজ আছি কালনেই-এর দমবন্ধ নীল কম্বলে জড়িয়ে রেখেছে আমাদের। এই বন্দিদশার বিগ্রতীপে ট্যাটু করানোর স্পৃহী তীব্রভাবে, আরেকটু ঘনভাবে, আরেকটু তীব্রভাবে বাঁচার ভ্যাকসিন ইনজেক্ট করেছে। মানুষ শখ-আহ্লাদগুলো আর ফেলে রাখার ঝঁকি নিতে চাইছে না। দু'দিন পর মা করারবে বলেরেখে দিয়েছিল, সেগুলো বের করে আনছে মন আর মগজের কাবার্ড থেকে। মরার আগে ডেয়ারিং উইস লিস্টের আরও দু'চারটে অন্তত পূরণ হোক---এই মর্মেই আলোর গতিবেগে ছুটে চলেছে ট্যাটু পার্লারও স্টুডিওগুলোর দিকেয় প্যানডেমিক পর্বেকে শরীরে খোদাই করে রাখতে চেয়েও অনেক শরণাপন্ন হচ্ছেন ট্যাটু আর্টিস্টের। বেশি দূর যেতে হবে, রাজধানী দিল্লিতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার সময়

স্বাধীন হওয়া'র অনুভূতি ডেকে আনছে। ডেকে আনছে গরাদ ভাঙার তুরীয় আনন্দ। কারণ ট্যাটু করনো, ন্যূনতম, দু-তিনঘন্টা ধরে। সুচের কামড় সহন কষ্টসাপেক্ষ। ডেয়ারিং। একঘেয়েমির রাং তামোড়া যাপনে মানুষ নিজেকে রোমাঞ্চের আস্বদ দিতে চাইছে। এটা যদি ট্যাটু করানোর হিড়িক বাড়ার পয়লা কারণ হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়টা অবশ্যই হাতে থাকা সীমিত সময়ের আতঙ্ক। হারাই হারাই সদ্য হয় ভয়....' এর উপপাদ্য মানুষের জীবন-সম্পাদ্যে আরেকটু

থেকেই শিল্পীদের ফোন কল ওয়েটিংয়ে। অপেক্ষা ছিল কেবল আনলক হওয়ার। তারপর থেকেই উপচে পড়ছে ক্লায়েন্টের ঢেউ। কারও বাবা বিনা অক্সিজেনে হাসপাতালে মৃত। তিনি বাবার নাম আর মৃত্যু। তারিখ এবং তার দু'পাশে দুটো এঞ্জেল উয়িং খোদাই করাচ্ছেন। কেউ কব্জিকে সাজিয়ে নিচ্ছেন কোভিডে মৃত স্ত্রীয়ের মুখ দিয়ে—যাঁকে শেষ দেখা দেখতে পারেননি, সৎকার উপস্থিত থাকতে পারেননি নিজের কোভিড হওয়ায়। কেউ ডান হাতের তর্জীনীতে সেই সংখ্যার উল্কি করাচ্ছেন যা করোনাক্রান্ত প্রিয়জনের হাতে পাল্স অক্সিমিটার রেখে ধকা পড়েছিল, শেষবারের মতো। কারও হাতে কোভিডে সার্ভাইস করে যাওয়ার উল্লাস, কারও মাস্ক স্যানিটাইজার তো কেউ আঁকাচ্ছেন ভাইরাসের ছবি কাটা দাগ দিয়ে। অনেকে আবার লিখিয়ে নিচ্ছেন মোটিভেশনাল কোট্স উত্তরণের বাণী, লড়াইয়ের ঝাঁজ। ইংক্ইন ডেভিলস ট্যাটুজি সহ রাজধানীর অনেক পরিচিত ট্যাট স্ট্যাডিওতেই ছবিটা একধাঁচ। আর্টিস্টরা জানাচ্ছেন, ট্যাটু করানোর তীব্র যন্ত্রণায় এবং ট্যাটু দেখে লোকজনের করা প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বারবার অনুরণিত হবে প্রিয়জনের স্মৃতি ---এই উদ্দেশ্য নিয়েই ক্লায়েন্টরা স্টুডিওমুখী। ট্যাটুর মাধ্যমেই একপ্রকার ক্যাথারসিস করছেন তাঁরা। ট্যাটুতেই ধরা পড়ছে তাঁদের সংবেদ, সংরাগ সংযুক্তি। তবে অতিমারী পর্বের স্মৃতির যে শুধু সাম্প্রতিক ট্যাটুর বিষয় হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয়। কলকাতার ট্যাটু স্টুডিও -স্টুডিয়ান্তর ছেঁকে কিছু অন্য তথাও সংগ্রহ করা গেল। সেখানে করোনাজনিত আবেগের সুরমুর্ছনা নেই বিশেষ। চাঁদনি চকের ক্যারাপেস ট্যাটু অ্যান্ড পিয়াসিং এলএলপি-র কর্ণধার শিল্পী কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস জানালেন, যা পরিস্থিতি চলছে তাতে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে অনেক ট্যাটু করাতে আসছেন। পাছে আবার থার্ড ওভের নিষেধাজ্ঞা চালু হয়, শুধু হয় নতুন লকডাউন, এই ভয় আগেভাগে করিয়ে নেওয়া। আর বড় ডিজাইনগুলোর অর্ধেক হওয়া অবস্থায় যাঁদের ছিল, তাঁরাও ব্যাপারটা ফেলে রাখতে চাইছেন না আর। তাই রাশটা এমনি সময়ের চাইতে বেশি। অনেকটাই। অনেকে তো আবার ফোন করে ট্যাটু মেশিন বাড়িতে নিয়ে আসার অনুরোধ জানাছেন। দেব ট্যাটু অ্যান্ড আর্ট-এর মালিক শিল্পী দেবশিস আদকের মুখেও এক সুর। বললেন, করোনার জন্য দীর্ঘদিন পার্লার বন্ধ থাকায় খুলতে -না খুলতেই থিকথিকে ভিড়। এত ক্লায়েন্ট, এত চাহিদা আগে দেখেননি। সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও পায়ের গোড়ালিতে ট্যাটু করিয়েছেন। এই ভরা প্যানডেমিক প্রদানেহই। কুকুরের পায়ের ছাপ। তিনটে। খুটে খুদে। পোষা ডায়ানা, গিনো প্যান্ডাকে উৎসর্গ করে। অতিমারীর মধ্যেই হাস্কি অস্ট্রেলিয়ান পেপার্ড। প্যান্ডাকে দত্তক নেন তিনি। পোষাদের উৎসর্গীকৃত ট্যাটু তাঁর কাছে জীবনের আনন্দ ছিনিয়ে নেওয়া অতিমারীর বিরুদ্ধে মুহুতোড় জওয়াব। আমরা তো এমনিই এসে ভেসে যাই। জীবনজোড়া হাঁসফাঁসনি আর নাভিশ্বাসের মধ্যে ধরে রাখতে চাই কিছু বিশেষ মুহূর্তে সংখ্যা নাম, চিহ্ন চরিত্র যা বা যেগুলো আদতে আমাদেরই প্রতিভাস। ট্যাটুকে আমরা সেই প্রতিভাস করে শরীরে তুলে রাখি। আলতো আদরে। অমলিন অ্যাতিথ্যে। আমৃত্যু কোভিড আবহে বিশ্বজুড়ে ট্যাটু করার হিড়িক বেড়ে যাওয়া যেন নতুন করে আয়না দেখাল আমাদের। দেখাল, অনিশ্চিয়ত জীবনের শেষ কোয়ান্টামটুকুও আমরা চেটেপুটে উপভোগ করতে উদ্‌গ্রীব। ফেলতে চাই না, এককরাও। আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডনও নেই। ট্যাটুটুক অন্ত থাকুক। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

চাকমা সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখেন কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

অসম : হাইলাকান্দি জেলায় কোভিডে নিহত ১১ জনের বিধবা পত্নীকে আড়াই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন দুই মন্ত্রী

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : কোভিডে অতিমারিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহুজন। হাইলাকান্দি জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ব্যক্তিদের ১১ জন বিধবা পত্নীকে আড়াই লক্ষ টাকা করে অনুদানের অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। রাজ্যের কৃষি, পশুপালন উদ্যানশস্য এবং অসম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রী অতুল বরা এই অর্থের চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন হাইলাকান্দি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ জেলার দুই বিধায়ক ও রাতাবাড়ির বিধায়ক তথা হাইলাকান্দি জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সংযোজক বিজয় মালাকার। রাজ্যের বন ও পরিবেশ, মৎস্য এবং আবগারি দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য শুরুতে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সূক্ষ্ম চিন্তাধারার ফসল এটি। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের জন্য কিছু করা যায় কিনা, এমনটা চিন্তা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে 'মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড-১৯ বিধবা সহায়তা স্কিম' নামে একটি স্কিম চালু করা হয়। এই স্কিমের মাধ্যমে রাজ্যে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের বিধবা পত্নীদের আর্থিক সহায়তা করা হবে। হাইলাকান্দি জেলায় শুক্রবার এর সূচনা করা হয়েছে।
হাইলাকান্দির অভিভাবক মন্ত্রী বলেন, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের শিশু সন্তানের জন্য ৭ লক্ষ টাকার অনুদান দিয়ে মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। পাশাপাশি বিধবাদের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার এককালীন অনুদান কর্মসূচি সমগ্র রাজ্যে শুরু হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ প্রকল্পে হাইলাকান্দি জেলায় বাদ পড়ে থাকেন, তা-হলে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য সভায় জানান। মন্ত্রী পরিমল বলেন, কোভিডে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া এবং বিধবাদের কর্মসংস্থানের জন্য দেশের মধ্যে অসম সরকার সর্বপ্রথম এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।
অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কৃষি, পশুপালন, সীমান্ত সুরক্ষা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, দেশের অন্য প্রান্তে কোভিড নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও আমাদের রাজ্যে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তথাপিও সবাইকে তিনি সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর, নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিজেপি নেতা স্বপন ভট্টাচার্য, এআইইউডিএফ জেলা সভাপতি আফজাল হোসেন লস্কর, অগপ সভাপতি আফতাব উদ্দিন লস্কর প্রমুখ কোভিডে প্রাণ হারানো পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকারি এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, ১১ জনকে আড়াই লক্ষ টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে হাইলাকান্দি সার্কেলের ছয়জন, লালা সার্কেলের চারজন, কাটলিছড়া সার্কেলের একজন রয়েছেন।

বারামুল্লায় গ্রেনেড হামলা, ৪ জন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ আহত ৫

শ্রীনগর, ৩০ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় জঙ্গিদের গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ৪ জন জওয়ান। আহত হয়েছেন একজন সাধারণ নাগরিকও। শুক্রবার দুপুরে বারামুল্লা শহরের খানপোরা ব্রিজের কাছে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। গ্রেনেড ফেটে ৪ জন সিআরপিএফ জওয়ান ও একজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। আহত সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর রয়েছেন।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুরে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায়, বারামুল্লা শহরের খানপোরা ব্রিজের কাছে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। গ্রেনেড ফেটে ৪ জন সিআরপিএফ জওয়ান ও একজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

বিচার ব্যবস্থার সুরক্ষা নিয়ে ''সুপ্রিম'' উদ্বেগ, মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-র রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে অতিরিক্ত জেলা বিচারপতির খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খোঁজ নিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। রিপোর্ট দিতে হবে এক সপ্তাহের মধ্যে। দেশে জুডিসিয়াল অফিসারদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দেশে জুডিসিয়াল অফিসারদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে আদালত। গত বুধবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের অতিরিক্ত জেলা বিচারক উত্তম আনন্দের। প্রথমে নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও সিসিটিভি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই এই ঘটনাকে 'খুন' বলেই মনে করছে পুলিশ। বিচারক খুনের ঘটনায় শুক্রবার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খোঁজ নিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খোঁজ নিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে শীর্ষ আদালত, এক সপ্তাহের মধ্যে।

পেশোয়ারে গ্রেনেড ফেটে পুলিশ কর্মীর মৃত্যু, প্রাণে বাঁচলেন একজন

পেশোয়ার, ৩০ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানের পেশোয়ারে হ্যান্ড গ্রেনেড ফেটে মৃত্যু হল একজন পুলিশ কর্মীর, আহত হয়েছেন আরও একজন পুলিশ কর্মী। শুক্রবার পেশোয়ারের কারখোনো মার্কেট দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুলিশ ভ্যান লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে আততায়ীরা। গ্রেনেড ছোড়ার পরই আততায়ীরা পালিয়ে যায়। গ্রেনেড ফেটে মৃত্যু হয়েছে একজন পুলিশ কর্মীর। একজন পুলিশ কর্মীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিসিপিও পেশোয়ার আব্বাস আহসান জানিয়েছেন, বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত দিক ভাবনাচিন্তা করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই হামলাকে জঙ্গি হামলা বলতে এখনই নারাজ পুলিশ। পেশোয়ারের এসএসপি (অপারেশন) ইয়াসির আফ্রিদি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পুলিশ ভ্যানের চালকের আসন লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল গ্রেনেডটি।

দু''মাস অন্তর দিল্লি আসব, রাজধানী থেকে বিদায়কালে বললেন মমতা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.) : "আমি ঠিক করেছি, প্রতি দুই মাস অন্তর একবার করে দিল্লি আসব। রাজ্য অনেক কাজ রয়েছে এই মুহূর্তে। বাংলায় ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। জানিনা বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে কিনা।' পাঁচ দিনের দিল্লি সফর শেষে কলকাতা রওনা হওয়ার আগে তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করলেন। বললেন, 'দিল্লি সফর সফল।' রাজধানী দিল্লিতে বিরোধী জোটের সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। যার মূল সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন বলেন, 'গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে, দেশ বাঁচাতে হবে। এজন্য সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবার থেকে বড় দেশ। গণতন্ত্র বিপন্ন হলে দেশ বিপন্ন হয়ে যায়। তাই দেশ বাঁচাতে হলে আগে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে।' এই প্রসঙ্গে মমতা আরও বলেন, 'কৃষক শ্রমিক এবং বেকারদের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।"

ধাপায় প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্লান্ট উদ্বোধন ফিরহাদ

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এই পরিস্থিতির মাঝেই ধাপায় প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে নোংরা। তবে, ধাপা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার ধাপায় ওয়েস্ট প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্লান্টর উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।
এদিন ধাপায় ওয়েস্ট প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্লান্টর উদ্বোধন করে ফিরহাদ হাকিম জানান, """দীর্ঘদিন ধরে সেখানে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ জমা হয়েছে সেগুলো এবার রিসাইক্লিং করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণভাবে রাজ্যর কন্টিবিউশন। ধাপায় যে বর্জ্যপদার্থ পড়ে রয়েছে তার ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে তার মধ্যে জল পড়ে এক ধরনের অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। সেই অ্যাসিড কলকাতার মাটিতে মিশে কলকাতার মাটিকে আরও বেশি খারাপ করে দিচ্ছে। এই কাজ করার জন্য দীর্ঘ চার বছর ধরে একটি প্ল্যান ছিল। এরপর সেই প্লান অনুমোদন করা হয়। প্লাস্টিক বিভিন্নভাবে প্রসেসিং করা হয় সেই প্লাস্টিক থেকে কম এবং ফলাটি রাইজিং এর কাজ করা হচ্ছে দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে বর্জ্য পদার্থ জমা হয়েছে এগুলো একে কাটতে অনেকটা সময় লাগবে """।

গুন্টুরে আগুনে পুড়ে ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

গুন্টুর, ৩০ জুলাই (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল ৬ পরিযায়ী শ্রমিকের। গুন্টুর জেলার লঙ্কাভানি ডিব্বা গ্রামের ঘটনা। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকরা পুকুরে মাছ চাষের কাজ করতেন। লঙ্কাভানি ডিব্বা গ্রামেই থাকতেন তাঁরা, শুক্রবার সকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের আগুনে ঝলসে যাওয়া দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৬ জনকেই মৃত ঘোষণা করা হয়।
পুলিশ কর্তা চোদায়াপালেম জানিয়েছেন, আগুনে ঝলসে যাওয়া ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, প্রত্যেককেই হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুকুরে মাছ চাষের কাজ করতেন। ঘরে আগুন লেগে সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

২০৫.৩৩ মিটার, দিল্লিতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরে এমনিতেই বৃষ্টি চলছে, তার উপর হরিয়ানার হথিনীকুন্ড ব্যারেজ থেকে অধিক মাত্রায় জল ছাড়া হয়েছে। তাই জলস্তর বেড়েছে যমুনা নদীর। বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনা নদীর জলস্তর। দিল্লির দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, '২০৫.৩৩ মিটার, বিপদসীমা উপর দিয়ে বইছে যমুনা নদীর জলস্তর।'
শুক্রবার লোহা ব্রিজ-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকে যমুনা নদীর জলস্তর। বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে দিল্লির নীচু এলাকায়। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মানুষজনকে সর্বদা সজাগ থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

স্বামী রাজ কুন্দ্রা জেলে, বম্বে হাইকোর্টে ২৫ কোটির মানহানি মামলা শিল্পা শেট্টির

মুম্বই, ৩০ জুলাই (হি.স.): "মিথ্যে রিপোর্টিং ও ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত" করার জন্য ২৯ মিডিয়া কর্মী ও মিডিয়া হাউসের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি। শুক্রবার বম্বে হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন শিল্পা শেট্টি। শিল্পার আবেদনের প্রেক্ষিতে শনিবার বম্বে হাইকোর্টে শুনানি হবে। পর্নোগ্রাফি মামলায় অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। শিল্পার অভিযোগ, রাজ কুন্দ্রা গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই কিছু সংবাদমাধ্যম এমন রিপোর্টিং করছে যা মিথ্যে ও তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। তাই বম্বে হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেছেন শিল্পা শেট্টি। শনিবার বম্বে হাইকোর্ট কী রায় দেয় সেদিকেই এখন সকলের নজর।

মার্কিন মুলুকে করোনার টিকা নিলেই হাতে মিলবে ১০০ ডলার

ওয়াশিংটন, ৩০ জুলাই (হি. স.) : মার্কিন মুলুকের বাসিন্দাদের টিকা নিতে আগ্রহী করার জন্য এবার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, 'এখন থেকে করোনার টিকা নিলে ১০০ ডলার করে দেওয়া হবে।'
মার্কিন মুলুকে করোনা পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এলেও গত কয়েকদিন ধরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থাবা ক্রমশই চওড়া হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। অথচ বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও করোনার টিকা নিতে প্রবল অনাগ্রাহী দেশের সাধারণ মানুষ। যার ফলে মার্কিন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। করোনার টিকা নিতে উৎ সাহিত করতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তাতে খুব একটা সাড়া মেলেনি। বরং টিকাদানের কর্মসূচির গতি ক্রমশই শ্লথ হয়ে পড়ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেককেও এখনও টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আনা যায়নি।
তাই এবার টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক ঘুষ দেওয়ার পথে হেঁটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। টিকা নিলেই নগদ ১০০ ডলার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম : অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচর শতাব্দী এক্সপ্রেস চলাচলের সম্ভাবনা

হাফলং (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে বরাক উপত্যকা ও ডিমা হাসাও জেলার রেল যাত্রীদের জন্য শুরু হতে চলছে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন। বেশ কিছু দিন থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শিলচর-গুয়াহাটির মধ্যে একটি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর চিন্তাভাবনা করছিল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৭ আগস্ট থেকে শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে এই নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মিটারগেজ রেলপথ থাকার সময় গুয়াহাটি-যোরহাট-গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে সংযোগী ট্রেন হিসেবে লামডিং-হাফলং-লামডিংয়ের মধ্যে চলাচল করত হিলক্যুইন এক্সপ্রেস। কিন্তু ব্রডগেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকেই হিলক্যুইন ট্রেনটির চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তার পর থেকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন সংগঠন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে আসছিল, গুয়াহাটি-হাফলঙের মধ্যে হিলক্যুইন ট্রেন চালু করার জন্য। অবশেষে হিলক্যুইন এক্সপ্রেস ট্রেন না হলেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে শতাব্দী এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ৭ আগস্ট থেকে এই নতুন ট্রেনটি শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে চলাচল করার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এনিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। তবে শুক্রবার গুয়াহাটি থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেসের খালি রেক শিলচর গিয়ে পৌঁছেছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শিলচর-গুয়াহাটি-শিলচরের মধ্যে শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রেলপথ দিয়ে ছুটবে শতাব্দী এক্সপ্রেস।

পেগাসাস কাণ্ডে এনএসও-র দফতরে তল্লাশি চালাল ইজরায়েল

জেরুসালেম, ৩০ জুলাই (হি.স.) : পেগাসাস কাণ্ডে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুনিয়াজুড়ে। ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও-র দফতরে তল্লাশি চালাল সে দেশের বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা। আজ এক টুইটে এ কথা জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।
এনএসও-র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে সাংবাদিক, রাজনীতিক, সমাজকর্মী এমনকি সেনা কর্তা, গোয়েন্দা কর্তাদের উপরে অবৈধ নজরদারি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশে। পেগাসাস সংক্রান্ত ফাঁস হওয়া একটি তথ্যভান্ডার নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে বিশ্বের ১৬টি সংবাদমাধ্যম। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। এনএসও-র পাল্টা দাবি, ওই তথ্যভান্ডারের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে তারা নিজেরাই তদন্ত করে দেখবে।
বিভিন্ন দেশে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করতে মন্ত্রী পর্যায়ের দল তৈরি করেছে ইজরায়েলের বেনেট সরকার। আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক টুইটে জানায়, অভিযোগের তদন্ত করতে কয়েকটি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এনএসও-র দফতরে গিয়েছেন। কোন কোন সংস্থার প্রতিনিধিরা গিয়েছেন তা স্পষ্ট করেনি বেনেট সরকার।
ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের দাবি, তেল আভিভের কাছে হারজলিয়ায় এনএসও-র দফতরকে নিশানা করেছেন ইজরায়েলি গোয়েন্দারা। তবে আজ কেবল এনএসও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা। ওই সংস্থার সিস্টেম ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়নি।
তল্লাশির কথা স্বীকার করেছে এনএসও-ও। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা তাদের দফতরে এসেছিলেন। এনএসও ইজরায়েলি সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। সংবাদমাধ্যমে সংস্থার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা যে মিথ্যে, সে কথা এই তদন্তেই প্রমাণিত হবে বলে তাদের আশা।

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে এবার আদালতে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে এবার আদালতে যেতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে সন্তুষ্ট নন তিনি। মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শুনানি হয় বিধানসভায়। যদিও হাজির ছিলেন না মুকুল রায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে শুনানিতে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অম্বিকা রায়। সূত্রের খবর, এদিন ২৫ মিনিট শুনানি হয়। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১৭ অগস্ট। বেলা দেড়টা নাগাদ শুনানি শেষ করে স্পিকারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন শুভেন্দু। শুক্রবার শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ও কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। দীর্ঘকালীন মেয়াদে শুনানি হতেই থাকবে, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এমনটাই মনে করছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। আর তাই এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যেই পিএসসি চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ার পর মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করেছে বিজেপি।শুক্রবার বেলা ১টা নাগাদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে হাজির হন শুভেন্দু অধিকারী। মুকুল রায় এখন দিল্লিতে থাকায় দ্বিতীয় শুনানিতে হাজির হননি। শুক্রবার, ২৫ মিনিটের একটু বেশি সময় ধরে চলে শুনানি। শুনানি শেষে বেরিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি বিরোধী দলনেতা। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, "বিধানসভায় ওপেন ব্যালটে ভোট দিলে অন্য রাজ্যে অভিযোগ করতে হয় না। পরের দিনই বিধায়ক পদ বাতিল হয়ে যায়। এ রাজ্যে গত ১০ বছরে একটাও দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয়নি। গাজলের সিপিএম বিধায়কের ক্ষেত্রে ২৩ বার শুনানি হয়েছিল।" ভোট চলে এসেছিল। তবে মুকুল রায়ের বিজয়পথ খারিজের বিষয়ে স্পিকার দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন বলে আশাবাদী শুভেন্দুবাবু। পূর্ব অভিজ্ঞতায় একটা ঘটনাতেও সময়ে নিষ্পত্তি হয়নি বলেই দাবি করলেন তিনি। আর তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে শুনানির নিষ্পত্তি হয় সেজন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়ার চিন্তাভাবনা করেছেন।

অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যার জন্য দায়ী কংগ্রেস : মন্ত্রী অতুল

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যার মূলে কংগ্রেস। সীমান্ত সমস্যা জিইয়ে রেখেছে কংগ্রেস দল। এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে জনগণকে। বিস্ফোরক এই অভিযোগ রাজ্যের সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বরার।
শুক্রবার হাইলাকান্দিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের কৃষি, পশুপালন-পশু চিকিৎসা, উদ্যানশস্য, অসম চুক্তি রূপায়ণ তথা সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বরা সরকারি সফরে শুক্রবার এসেছেন হাইলাকান্দিতে। এদিন দুপুরে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে সরাকারি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়ার লোকেরা বিভাগীয় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সীমান্ত সমস্যা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তুলেন। তবে অত্যন্ত বিচক্ষণ মন্ত্রী সরাসরি আক্রমণের নিশানা করে নেন কংগ্রেসকে।
মন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের অদূরদর্শিতাৰ ফল ভোগতে হচ্ছে অসমের জনগণকে। এর কারণও ঝটপট ব্যাখ্যা করেন তিনি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কামান দেগে অসমের সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, কংগ্রেসই সীমান্ত এলাকার সমস্যা জিইয়ে রেখেছে। অসমে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় উত্তরপূর্বে বহু রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। কংগ্রেস শুধু রাজ্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেনি। এল ফলেই জমি বেদখল হয়েছে, অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাজ্যে। তাই সে সময় থেকেই সীমান্ত সমস্যা চলছে রাজ্যে।
গত ২৬ জুলাই কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজোরামের দুষ্কৃতকারীদের বর্বরতার শিকার ছয় পুলিশ জওয়ান এবং একজন নাগরিক শহিদ হওয়ায় গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে বিভাগীয় মন্ত্রী বলেন, কোভিডের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে অসম সীমান্ত সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। গত ২৬ জুলাই লায়লাপুরের ঘটনায় একবাক্যে সবাইকে নিন্দা জানানো উচিত, বলেন মন্ত্রী।
সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, অসম-মিজোরাম সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য অনেক। ১৬৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে হাইলাকান্দি জেলাতেই সবচেয়ে বেশি, ১০০ কিলোমিটার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, অসমের জমি সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব সরকারের। আর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জমি সমস্যা অনেকটা সুরাহার পথে এগোচ্ছে, এই দাবি করে অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা সীমান্ত সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আন্তরিক। তাঁর নির্দেশে বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবে তিনি বরাক সফরে এসেছেন। অসমের সীমান্ত এলাকার জনগণকে সুরক্ষা, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রথম ও প্রধান কাজ সরকারের, বলেন বিভাগীয় মন্ত্রী বরা।

অসম : ডিমা হাসাওয়ে পানীয় জল প্রকল্পে বৃহৎ কেলেঙ্কারির অভিযোগ কং-এর, তদন্ত চেয়ে থানায় আবেদন বিজেপির

হাফলং (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে ডিমা হাসাও জেলার নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পানীয় জল প্রকল্পে এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন সর্বশিক্ষা অভিযানের এই কেলেঙ্কারি ঢাকতে তাকে এক লক্ষ টাকার উৎকোচ দেওয়া হয়েছিল। গত ২৬ জুলাই ডিমা হাসাও জেলায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সফরকালে ড্যানিয়েল লাংথাসা হাফলং বাজার থেকে এক ফেসবুক লাইভ করে এই উৎকোচের এক লক্ষ টাকা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ফেসবুক লাইভে কংগ্রেস নেতা ড্যানিয়েল লাংথাসার অভিযোগ ছিল, সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে পানীয় জল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৯ কোটি টাকার বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে। এ নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য তথা বিজেপি দলের মুখপাত্র স্যামুয়েল সাংসন কংগ্রেস নেতা ড্যানিয়েল লাংথাসা কর্তৃক উত্থাপিত উৎকোচ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার জন্য হাফলং সদর থানায় এক এজাহার দাখিল করেন। শুক্রবার স্যামুয়েল সাংসন এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, সর্ব শিক্ষা অভিযানের অধীনে যদি পানীয় জল প্রকল্পে ৯ কোটি টাকার এই বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়ে থাকে তা-হলে এনিয়ে বিভাগীয় তরফে তদন্ত অবশ্যই হবে। এবং ইতিমধ্যে এ নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করে স্যামুয়েল সাংসন বলেন, উৎকোচ দেওয়া ও নেওয়া দুটিই অপরাধ। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসাকে যদি এই বৃহৎ কেলেঙ্কারি ঢাকতে যে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়েছে, তা-হলে তিনি ওই উৎকোচদাতার নাম কেন প্রকাশ্যে আনছেন না বা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না? বরং ড্যানিয়েল লাংথাসা নিজেই স্বীকার করেছেন, সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে জেলার নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর জন্য পানীয় জল প্রকল্পে যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে সেই কেলেঙ্কারি ঢাকতে তিনি উৎকোচ নিয়েছেন এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথার এই অভিযোগের তদন্ত করতে শুক্রবার হাফলং সদর থানায় এক এজাহার দাখিল করেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান স্যামুয়েল সাংসন। সাংবাদিক সম্মেলনে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য নজিত কেম্প্রাই, রতন জারামবুসা, প্রজিৎ নাইডিং, রাঙ্গবালুংবে জেমি প্রমুখ।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পাঁচবছর বয়সে মেয়ের প্রথম জন্মদিন পালন করলেন মন্দিরা, আবেগে ভাসলেন আবারও !

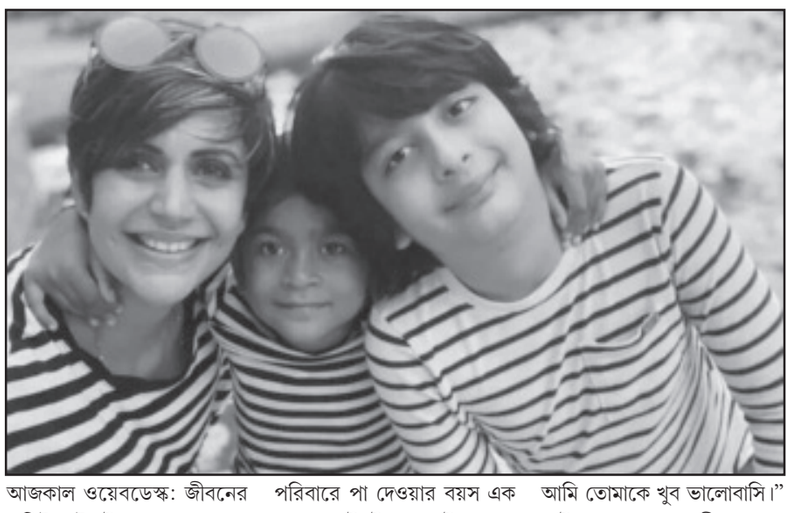

আজকাল ওয়েবডেস্ক: জীবনের প্রতিটা ঘটনাই যেন নতুন করে বিস্ময় জাগায়। কোন বাঁকে কী অপেক্ষা করছে, কেই বা জানে! তবে খুব কম মানুষ আছেন, যাঁরা ভেঙে পড়লেও, চট্টগ্রাম করে উঠে দাঁড়াতে পারেন। মন্দিরা বেদি, সেই সমস্ত ব্যতিক্রমীদের মধ্যে একজন।

জীবনসঙ্গী রাজ কুশলের মৃত্যুর পর একমাত্র মেয়ে তারার প্রথম জন্মদিন উদযাপন করলেন বাড়িতে। তারা বেদি কুশলের পাঁচ বছর বয়স হলেও, তার কুশল পরিবারে পা দেওয়ার বয়স এক বছর। সেই উপলক্ষ্যেই তারার জন্মদিনের বীরের সঙ্গে মেতে উঠলেন মন্দিরা। বিষাদ মাখানো জীবন এক পাশে সরিয়ে রেখে, আলো দিয়ে সাজিয়েছেন ঘর। কেক কেটে পালন করা হল তারার জন্মদিন।

মন্দিরা ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "২৮ জুলাই! এক বছর হল তুমি আমাদের জীবনে এসেছ, মিষ্টি মিষ্টি তারা... তাই আজ তোমাকে উদযাপন করব। এটা তোমার পঞ্চম জন্মদিন আমার সোনার, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।" সেই সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরুর আঁচও রেখেছেন।

করোনা আবহে গত বছর দেবীপক্ষের সময় তারাকে দত্তক নেন মন্দিরা, রাজ। তখন তারার ৪ বছর বয়স। ২৮ জুলাই তারার এক বছর পূর্ণ হল তাঁদের পরিবারে। সেই সঙ্গেই ছেলে, মেয়ের সঙ্গে মেতে থাকতেন মন্দিরা, রাজ। ঘরবন্দি জীবন হলেও, একঘেয়েমি ছুঁতে পারেনি তাঁদের। তারার জন্মদিনে মন্দিরার, রাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বলি তারকারাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক গ্লাস দুধের চাইতেও বেশি ক্যালসিয়াম মিলবে যেসব খাবারে

দুধে যাদের সমস্যা তারা বিকল্প হিসেবে খেতে পারেন বিভিন্ন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার।

প্রতিদিন যে খনিজ উপাদানগুলো শরীরের জন্য জরুরি, ক্যালসিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। শরীরের হাড় সবল রাখতে ক্যালসিয়াম আবশ্যক। আবার ভিটামিন ডি শরীরে শোষণ করতে হলে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম থাকা জরুরি।

আর শরীর নিজে এই খনিজ উপাদান তৈরি করতে পারে না। তাই ভোজ্য উৎস থেকে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে এমন খাবারে সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সবচাইতে পরিচিত উৎস হলো দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার।

'ইটদিস ডটকম' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার'য়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, আট আউন্সের এক গ্লাস ১ শতাংশ দুধ থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩০৫ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন চাই ১০০০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম।

তবে গরুর দুধের চাইতেও আরও কিছু খাবার থেকে মিলবে ক্যালসিয়াম।

টফু: মাত্র আধা কাপ 'টফু' থেকেই পাওয়া যেতে পারে ৪৩৪ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট। এক গ্লাস গরুর দুধের তুলনায় তা প্রায় ১০০ গ্রাম বেশি। চিজ দিয়ে রান্না করতে হয় এমন পদগুলোতে 'টফু' ব্যবহার করতে পারেন সহজেই।

পালংশাক: এক কাপ পরিমাণ রান্না করা পালংশাক থেকে পাওয়া যাবে প্রায় ২৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। এর সঙ্গে আরও এক কাপের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ যোগ করে যদি পুরোটা খাওয়া হয় তবে যতটুকু ক্যালসিয়াম পাবেন তার মাত্রা হবে এক গ্লাস দুধের চাইতে বেশি।

আমন্ড মিল্ক: আমন্ড বা কাঠবাদামে ভালো পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। প্রতি আউন্স কাঠবাদামে প্রায় ৭৫ আউন্স। অপরদিকে এক কাপ 'ফোর্টিফায়েড আমন্ড মিল্ক' এর থেকে ভালো ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে। আট আউন্সের এক গ্লাস 'আমন্ড মিল্ক' দিতে পারে ৪৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম।

কমলার রস: এক কাপ 'ফোর্টিফায়েড' বা আলাদাভাবে খনিজ উপাদান মিশ্রণ করা কমলার রসে পাওয়া যেতে পারে ৩৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। দৈনিক চাহিদার ২৫ শতাংশই পূরণ হয়ে যাবে এখান থেকেই। আবার এই পানীয় থেকেই পেয়ে যেতে পারেন দৈনিক ভিটামিন সি'য়ের চাহিদার পুরোটুকু।

গুনগুন-সৌজন্যের দ্বিতীয় বার বিয়ে হতেই খড়কুটো-র বাজিমাত !

কলকাতা: টিআরপি দৌড়ে ক্রমশ এগিয়েই যাচ্ছে জিবাংলার ধারাবাহিক মিঠাই গত সপ্তাহে এর রেটিং পয়েন্ট ছিল ১১.৫। এ সপ্তাহে রেটিং পয়েন্ট (১২.৩) বেড়ে ফের শীর্ষে "মিঠাই"। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মিঠাই এর পরে দ্বিতীয় স্থানে ছিল অপরাজিতা অপু। তবে সেই ধারায় বিরতি হল এই সপ্তাহে। রেটিং তালিকার ২ নম্বরে এবার উঠে এল স্টার জলসার খড়কুটো। ২৭ ও ২৭ তম সপ্তাহে প্রথম তিনের মধ্যে ছিল না খড়কুটো।

কিন্তু সৌজন্য ও গুনগুনের দ্বিতীয় বার বিয়ে হতেই গত সপ্তাহে এই ধারাবাহিক উঠে এসেছিল ৩ নম্বরে। আর এই সপ্তাহে ২ নম্বরে। রেটিং পয়েন্ট বেড়ে হল ৯.৩। এর পরেই তিন নম্বরে রয়েছে জি বাংলার অপরাজিতা অপু যার রেটিং পয়েন্ট ৯। গত সপ্তাহের থেকে রেটিং পয়েন্ট কমেছে এই ধারাবাহিকের। টিআরপি তালিকায় ৪ নম্বরে রয়েছে স্টার জলসার শ্রীময়ী যার রেটিং পয়েন্ট ৭.৩। পঞ্চম স্থানে রয়েছে জি বাংলার কৃষ্ণকলি। একই রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টিআরপি তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে স্টার জলসার মহাপীঠ তারাপীঠ এবং গঙ্গারাম। এই তিন ধারাবাহিকেরই রেটিং পয়েন্ট ৭.১। এর পরেই ছয় নম্বরে রয়েছে জি বাংলার ধারাবাহিক যমুনা ঢাকি (৬.৯)। গত সপ্তাহের থেকে অনেকটাই কমেছে এর রেটিং পয়েন্ট। সাত নম্বরে রয়েছে করুণাময়ী রাণী রাসমণী। দিতিপ্রিয়া ধারাবাহিক থেকে বিদায় নিলেও এসেছেন সন্দীপ্তা সেন। তাই এর জনপ্রিয়তা কমেনি। এর রেটিং পয়েন্ট ৬.৫। আট নম্বরে রয়েছে মোট তিনটি ধারাবাহিক- জি বাংলার জীবনসাথী, স্টার জলসার গ্রামের রাণী বীণাপাণি এবং বরণ। তিন ধারাবাহিকেরই রেটিং পয়েন্ট ৬.২। নয় নম্বরে রয়েছে স্টার জলসার ধারাবাহিক দেশের মাটি (৫.৯) আর ১০ নম্বরে রয়েছে ফেলনা (৫.৭)। এছাড়াও টি আরপি তালিকায় রয়েছে দুই চ্যানেলেরই রিয়ালিটি শো। এর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে জি বাংলার ডান্স বাংলা ডান্স (৬.৫)। ১) মিঠাই- ১২.৩ ২) খড়কুটো- ৯.৩ ৩) অপরাজিতা অপু- ৯ ৪) শ্রীময়ী- ৭.৩ ৫) গঙ্গারাম, মহাপীঠ তারাপীঠ, কৃষ্ণকলি- ৭.১ ৬) যমুনা ঢাকি- ৬.৯ ৭) করুণাময়ী রাণী রাসমণী- ৬.৫ ৮) জীবনসাথী, গ্রামের রাণী বীণাপাণি, বরণ- ৬.২ ৯) দেশের মাটি- ৫.৯ ১০) ফেলনা- ৫.৭ ১) মিঠাই- ১২.৩ ২) খড়কুটো- ৯.৩ ৩) অপরাজিতা অপু- ৯ ৪) শ্রীময়ী- ৭.৩ ৫) গঙ্গারাম, মহাপীঠ তারাপীঠ, কৃষ্ণকলি- ৭.১৬) যমুনা ঢাকি- ৬.৯ ৭) করুণাময়ী রাণী রাসমণী- ৬.৫ ৮) জীবনসাথী, গ্রামের রাণী বীণাপাণি, বরণ- ৬.২ ৯) দেশের মাটি- ৫.৯ ১০) ফেলনা- ৫.৭।

এই পথ যদি না শেষ হয়'-এর নতুন সাফল্য, কী বললেন অন্বেষা ?

ঊর্মি এবং সাত্যকির বিয়ের নেমন্তন্ন তো পেয়েছিলেন। এ বার তো রিসেপশন। সেখানেও আপনি আমন্ত্রিত। নবদম্পতিকে চিনতে পারছেন তো? ঠিকই ধরেছেন। জনপ্রিয় ধারাবাহিক "এই পথ যদি না শেষ হয়"-এর ঊর্মি এবং সাত্যকি। এই জুটির বিয়ের মাধ্যমেই ধারাবাহিকের মুকুটে যোগ হল নতুন পালক।

এই ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয় রাত ১০টায়। সূত্রের খবর, সদ্য টিআরপি রেটিংয়ে ওই নির্দিষ্ট স্লটে পাঁচ পেরিয়েছে "এই পথ যদি না শেষ হয়"। যা এই ধারাবাহিকের জন্যও প্রথম মাইলস্টোন। পাশাপাশি দীর্ঘদিন পরে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলে রাত ১০টার স্লটে টিআরপির এই লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গেল কোনও ধারাবাহিক। স্বাভাবিক ভাবেই খুশি টিমের সকলেই।

যদিও এই খুশিতে নিজের কাজের বিচ্যুতি ঘটাতে চান না ঊর্মি তথা অভিনেত্রী অন্বেষা হাজরা।টঝ৯ বাংলাকে তিনি বললেন, 'এটা অবশ্যই ভাল ব্যাপার। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি টিআরপি নিয়ে ভাবি না। আমাদের কাজ করে যেতে হবে। পুরোটাই টিম ওয়ার্ক। যে ভাবে পরিশ্রম করছি, সে ভাবে করে যাব। কিছু মানুষের যে ভাল লাগছে, সেটাই বড় পাওয়া।

বর্ধমানের অন্বেষা যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এর আগে "কাজললতা", "বৃদ্ধাশ্রম", "চুনি পান্না"র মতো ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় দেখেছেন দর্শক। "ঠাকুমার ঝুলি", "জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি"তে একটা করে গল্পে কাজ করেছিলেন। "এই পথ যদি না শেষ হয়" তাঁর চতুর্থ ধারাবাহিক। প্রতি মুহূর্তে কাজ শেখার সুযোগ পাচ্ছেন বলে জানালেন।

কেরিয়ার শুরুর আগে প্রফেশনাল কোনও ট্রেনিং ছিল কি? অন্বেষা বললেন, 'কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় "এসএমপিআই"তে এক বছরের কোর্স করেছিলাম। পোর্টফোলিও তৈরি হয় সেখান থেকেই। সম্রাট স্যার বলতেন, সব কিছু তো এক বছরে শেখানো যায় না। ফ্লোরের এক্সপিরিয়েন্স আলাদা। কিন্তু বর্ণপরিচয় পড়তে হয় সকলকেই। ওখানে শেখাটা অ, আ, ক, খ-র মতো।'

বাংলা ধারাবাহিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান বহু দর্শক। ফলে ধারবাহিকে বিয়েবাড়ি মানেই তার সেলিব্রেশন শুরু হয় সোশ্যাল ওয়ালেও। এই ধারাবাহিকও ব্যতিক্রম নয়। গত কয়েক দিন ধরেই ঊর্মি-সাত্যকির বিবাহ পর্বের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। লকডাউন জনিত কারণে প্রায় দু"সপ্তাহ বন্ধ ছিল এই ধারাবাহিক। শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ছিল। সে সময়টঝ৯ বাংলাকে পরিচালক স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার বলেছিলেন, 'এটুকু বলতে পারি, ধামাকা আসছে। দর্শক যা আশা করেন, যে এক্সপেকটেশন নিয়ে দেখতে আসেন, তার থেকে বেশি কিছু পাবেন।' সেই ধামাকাই এ বার হাজির।

অভিষেককে টেররিস্ট বানাতে চেয়েছিলেন রাকেশ, বাধা দিয়েছিলেন জয়া বচ্চন !

জে পি দত্তের পরিচালনায় রিফিউজি ছবির মাধ্যমে বলিপাড়ায় পা রেখেছিলেন অভিষেক বচ্চন। তবে সবকিছু যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকঠাক চলত তাহলে যে পি দত্তের বদলে রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার হাত ধরেই বড়পর্দায় ডেবিউ করতেন জুনিয়র বি। ছবির নামও ঠিক হয়ে গেছিল সমঝোতা এক্সপ্রেস নিজের আত্মজীবনী দ্য স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর-এ এ কথা লিখেছেন "তুফান" পরিচালক। আরও জানিয়েছেন সেই ছবিতে এক "টেররিস্ট" অর্থাত জঙ্গির ভূমিকাতেই দেখা যেত অভিষেককে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর তরফে এক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে সমঝোতা এক্সপ্রেস-এর গোটা শুটিং ইউনিটকে নিয়ে লাদাখ রওনা হওয়ার আগে রাকেশকে ফোন করেছিলেন জয়া বচ্চন। ফোনের ওপর থেকেই সাফ গলায় অমিতাভ-পত্নী জানিয়ে দেন তাঁর ছেলে সমঝোতা এক্সপ্রেস-এ চড়বেন না বদলে রিফিউজি হবেন! স্বাভাবিকভাবেই তা শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল পরিচালকের। রাগে-দুঃখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কোনওদিন এই ছবি তিনি বানাবেন না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সমঝোতা এক্সপ্রেস এর চিত্রনাট্য, খসড়া, শুটিং লোকেশনের ছবি সমস্তটাই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি!

পরে অবশ্য রাকেশ বুঝতে পেরেছিলেন কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অভিষেক বচ্চন এবং তাঁর পরিবার। আসলে, সেই সময়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ছিল চরমে। তার মধ্যে সেই ছবিতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট এক জঙ্গির ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল অভিষেকের। ততকালীন সময়ে নিজের ডেবিউ ছবিতে এতবড় ঝুঁকি নিতে ভয় পেয়েছিলেন জুনিয়র বি। যদিও সেই সময়ে অভিষেকের সেই সিদ্ধান্ত শুনে যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন রাকেশ। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলেন না যে মানুষটির নাম বহন করছেন অভিষেক, সেই পাহাড়প্রমাণ চাপের সামনে এই ছবি না করার সিদ্ধান্ত কতটা সাহায্য করবে জুনিয়র বচ্চন-কে?

যদিও এর বহু বছর পর অভিষেককে নিয়েদিল্লি-৬ ছবি বানিয়েছিলেন রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা। সেই ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চনও। বক্স অফিসে সেই ছবি মুখ থুবড়ে পড়লেও নিজের কেরিয়ারে দিল্লি-৬-কে আজও ভীষণ স্পেশ্যাল বলতে ভোলেননা রাকেশ।

রাজনীতি ছেড়ে চপ শিল্পে মন? অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তীকে কটাক্ষ নেটিজেনদের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এই নেটিজেনদের জ্বালায় প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত সেলেবদের। শখ করে যে একটু ছবি, ভিডিও দেবেন, তার উপায় নেই। যেই না প্রোফাইলে কিছু একটা পোস্ট করছেন সেলেব দল, টুক করে তা নিয়ে ট্রোল!

এবার এরকমই এক বিপাকে পড়লেন টলিউড অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে চপ ভাজার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নেটিজেনদের কটাক্ষের মুখে পড়লেন তনুশ্রী।

ব্যাপারটা হল, শহরে রিমঝিম বৃষ্টি। মেঘলা আকাশ। বৃষ্টিভেজা হাওয়া। এরকমই এক বৃষ্টির দিনে চপ খেতে তো সবারই ইচ্ছে করে। তবে করোনাকালে অনেকেই বাইরের দোকানের উপর খুব একটা বিশ্বাস করছেন না। বরং বাড়িতেই ইচ্ছেমতো স্বাদপূরণের ব্যবস্থা করে ফেলছেন। তনুশ্রী চক্রবর্তীরও সাধ হল, চপের স্বাদে ডুব মারার। নিজের হাতেই ভেজে ফেললেন চপ! আর সেই ছবি দিতেই বিপত্তি। ইনস্টাগ্রামে তনুশ্রীর আপলোড করা চপের ছবি দেখে, স্বাদের সঙ্গে রাজনীতি মিলিয়ে ফেললেন নেটিজেনরা। ব্যস, শুরু হল নানা কু-মন্তব্য। কেউ লিখলেন চপ শিল্প, কেউ লিখলেন স্পেশাল চপ!

তবে তনুশ্রী এসবে পাত্তাই দিলেন না। বরং এই ছবি পোস্ট করে তিনি লিখলেন, হবে নাকি?

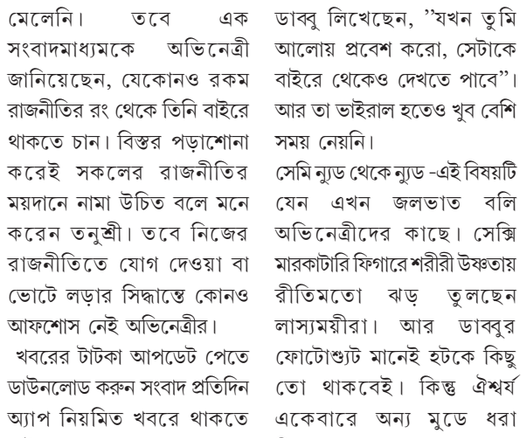

রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। হাওড়ার শ্যামপুরের প্রার্থীও হয়েছিলেন। তবে জিততে পারেননি। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আচমকাই রাজনীতি ত্যাগের কথা জানালেন টলিপাড়ার অভিনেত্রী। ৮ মার্চ দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়ের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। "নতুন জন্ম হল আমার", গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েই বলেছিলেন অভিনেত্রী। তার কিছুদিন পরই তাঁকে শ্যামপুরের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিপরীতে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ মণ্ডল। প্রচারে কোনও খামতি রাখেননি তনুশ্রী। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে পোড় খাওয়া নেতা কালীপদ মণ্ডলের কাছে হেরে যান। তার জেরেই কি রাজনীতির সঙ্গ ত্যাগ করলেন টলিপাড়ার নায়িকা? প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তবে এক সংবাদমাধ্যমকে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, যেকোনও রকম রাজনীতির রং থেকে তিনি বাইরে থাকতে চান। বিস্তর পড়াশোনা করেই সকলের রাজনীতির ময়দানে নামা উচিত বলে মনে করেন তনুশ্রী। তবে নিজের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা ভোটে লড়ার সিদ্ধান্তে কোনও আফশোস নেই অভিনেত্রীর।

খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ নিয়মিত খবরে থাকতে লাইক করুন ফেসবুকে ও ফলো করুন টুইটারে

বক্ষের ভাঁজে নয়, নীলমণি'র জাদুতে আগুন, অন্তঃসত্ত্বা-তেই কি ২২-তম ক্যালেন্ডার শুট সারলেন ঐশ্বর্য

বলিউডের সেলিব্রিটি ফটোগ্রাফার ডাব্বু রতনানি, যার এক ক্লিকেই জাদু। বলিউডের টপমোস্ট অভিনেত্রীরা নিজেদেরকে উজার করে দেন ডাব্বু রত্নানির ক্যালেন্ডার ফোটোশ্যুটে। সেমি ন্যুড থেকে ন্যুড -এই বিষয়টি যেন এখন জলভাত বলি অভিনেত্রীদের কাছে। সেক্সি মারকাটারি ফিগারে শরীরী উষ্ণতায় রীতিমতো ঝড় তুলছেন লাস্যময়ীরা। সম্প্রতি বলিউডের নামী ফটোগ্রাফার ডাব্বু রত্নানির

ফোটোশ্যুটে ঝড় তুললেনঐশ্বর্য রাই বচ্চন। এই নিয়ে ২২ তম ক্যালেন্ডার ফটোশ্যুটে "নীলমণি"র জাদু ছড়ালেন ঐশ্বর্য। ফের নয়া চমক নিয়ে হাজির বচ্চন পরিবারের বউমা ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। সম্প্রতি বলিউডের নামী ফটোগ্রাফার ডাব্বু রত্নানির ফোটোশ্যুটে ঝড় তুললেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। এই নিয়ে ২২ তম ক্যালেন্ডার ফটোশ্যুটে "নীলমণি"র জাদু ছড়ালেন ঐশ্বর্য।

২০২১ সালে ফের বলিউডের নায়িকা ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সঙ্গে ফের ক্যালেন্ডার শ্যুট সেরে নিলেন ডাব্বু রতনানি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটদুনিয়ায়। এই নিয়ে ২২ তম ক্যালেন্ডার ফটোশ্যুটে "নীলমণি"র জাদু ছড়ালেন ঐশ্বর্য। একেবারে অন্য লুকে মনোক্রমে নিজেকে মেলে ধরেছেন ঐশ্বর্য। এলোমেলো খোলা চুল, ট্রেঞ্চ কোর্ট পরে রূপের ছটায় ঘায়েল করেছেন ভক্তদের।দেখতে দেখতে ২২ বছর ধরে ডাব্বু রতনানি ক্যালেন্ডার শ্যুটে ঝড় তুলছেন ঐশ্বর্য। এবারও তার অন্যথা হল না ছবি শেয়ার করে ডাব্বু লিখেছেন, "যখন তুমি আলোয় প্রবেশ করো, সেটাকে বাইরে থেকেও দেখতে পাবে"। আর তা ভাইরাল হতেও খুব বেশি সময় নেয়নি।

সেমি ন্যুড থেকে ন্যুড -এই বিষয়টি যেন এখন জলভাত বলি অভিনেত্রীদের কাছে। সেক্সি মারকাটারি ফিগারে শরীরী উষ্ণতায় রীতিমতো ঝড় তুলছেন লাস্যময়ীরা। আর ডাব্বুর ফোটোশ্যুট মানেই হটকে কিছু তো থাকবেই। কিন্তু ঐশ্বর্য একেবারে অন্য মুডে ধরা দিয়েছেন।

বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্থার কর্মকর্তারা শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

ফেসবুকে ফের আক্রমণাত্মক মন্তব্যের শিকার বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : "ভালো থাকবেন। আপনাদের বাবুল সুপ্রিয়।" এই মন্তব্যের পরেও ফেসবুকে আক্রমণাত্মক মন্তব্যের শিকার হলেন বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। গোপী পাত্র নামে আসানসোলের বিজেপি নেতা বাবুলবাবুর পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, " শিল্পসমৃদ্ধ আসানসোল দুর্গাপুর দুটো জায়গা থেকেই আমাদের এমপি জিতে আছেন। নেতার ছড়াছড়ি রাজ্য নেতা, জেলার নেতা, কেন্দ্রের নেতাতে ভর্তি। কিন্তু তাও পাঁচটা ছেলের কাজের ব্যবস্থা করতে পারেননি এঁরা। কেন পারেননি জানেন? তৃণমূলের অত্যাচারে বা ভ্যাকেন্সি নেই তার জন্য পারেননি তা কিন্তু নয়। এরা করে দেননি। যেখানে ছেলে নেবার কথা শুনেছে সেখানে নেতা পৌঁছে গেছে পাঞ্জাবি পরে সেটিং করতে। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিন আমি কথা দিচ্ছি আপনার এখানে কোনো ডিসটার্ব হবে না। দিয়ে নিজে কিছু কামিয়ে ঘরের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করাচ্ছেন। একটা কম্পানি নেই যেখানে আমাদের ছেলে আছে। আমাদের দল থেকে কাজে ঢুকিয়েছে এরকম একটা জায়গা নেই। যারা নিজেদের যোগ্যতাতে কাজ পেয়েছিল, তারা আজ কাজ হারিয়েছে শুধু বিজেপি করতে গিয়ে। আর এর পরেও কাউকে পাশে পাচ্ছে না তারা। বাধ্য হচ্ছে সিটুর কাছে যেতে, কারণ তারা তৃণমূলের কাছে যেতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী ছিলেন তখন সিপিএমের মতো দলের সাথে লড়াই করে নিজের ছেলেদের কাজে ঢুকিয়ে ছিলেন। ১০০ টার মধ্যে ৫টা ছেলেও কাজে ঢুকেছিল বলে বাকিদের মধ্যে একটা আশা জেগেছিল। ওরা যদি সেদিন কামিয়ে নেবার ধান্দা করতো তাহলে আজও হয়তো দলটা ক্ষমতায় আসতো না। কেন্দ্রীয় সরকার হাতে আছে। কেন্দ্রের নানান প্রকল্প আছে। সেখানে ক'টা কাজ তো করে দিক। বেকার ছেলের পেট তো 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' করলে ভরবে না রে ভাই। আমি লাগাতার ২ মাস কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি খবরাখবর নিতে। সবার মুখে এই একই কথা শুনছি সবাই হতাশায় ভুগছে। আর কেউ মুখ খুলতে পারছে না সব। এখনও পদ পাওয়ার মায়াতে জড়িয়ে আছে। পদটা ঠিকঠাক থাকলেই হবে। দাদা এরকম পদ নিয়ে কী হবে, যেখানে মানুষের বিপদে আপনাকে পাওয়া যায় না! আমি জানি একটু পরেই কেউ না কেউ ফোন করে পোস্টটা মুছে দিতে বলে আমাকে জ্ঞান দিতে আসবে। আমি কিন্তু তাদের সাবধান করছি। ফোন করলেই যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে দেব। আপনাদের আমি নেতা মনেও করিনা আর ভয়? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আর্শীবাদে নেই বললেই চলে, ভগবানকে ছাড়া।।" প্রতিক্রিয়ায় রঞ্জন সাহা লিখেছেন, "জানিনা আপনাকে বুদ্ধিমান বলব, না ধূর্ত বলব।আমি এইচসিএল-এর প্রাক্তন কর্মী। মনে পড়ে ভোটে আগে কেবলস গেট-এর সামনে এসে অকাল হোলি খেলে গিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন কেবলস খেলাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু যত সময় গেছে আপনি বুঝেছেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। ভোটে জেতা শেষ আপনার কেবলস/চিত্তরঞ্জন দর্শনও শেষ। আবার ভোটের আগে এক দিনের জন্য নান্দনিক এলেন জনসভা করতে। লোককে বোঝাতে যে আপনি আমাদের সাথে। আমার মনে হয় আপনি বুদ্ধিমান বলেই ধূর্ততার সাথে কাজটা হাসিল করেছিলেন।"

নদিয়ায় এখনও ২৩ লক্ষ রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক বাকি

নদিয়া, ৩০ জুলাই(হি. স.) : নদিয়া জেলায় এখনও প্রায় ২৩ লক্ষ উপভোক্তার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক হয়নি। আগস্ট মাসের মধ্যেই ওই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে প্রশাসন। জেলা খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের পাশাপাশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিও এব্যাপারে তৎপর হয়েছে। চারটি পদ্ধতিতে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের লিঙ্ক করার কাজ চলছে। প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, ইতিমধ্যেই জেলায় ৬৩ শতাংশ রেশন কার্ডে আধার লিঙ্ক হয়েছে। যা অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার তুলনায় বেশ ভালো। শুক্রবার জেলা খাদ্য নিয়ামক বাবুল ভক্ত বলেন, জেলায় প্রায় ৩৭ লক্ষের বেশি মানুষের বেশি রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করা হয়েছে। একটি বেসরকারী সংস্থা উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আধার সংযুক্তিকরণের কাজ করছে। পাশাপাশি গ্রাহকরা নিজেরাও খাদ্যদপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে এই কাজ করতে পারেন। পাশাপাশি রেশন ডিলারের কাছে থাকা পিওএস মেশিনের সাহায্যও আধার সংযুক্তিকরণের কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেউ চাইলে, সরাসরি দপ্তরে এসে ১১ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করেও এই কাজ করাতে পারেন। খাদ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ৫৯ লক্ষ ৩৩ হাজার রেশন কার্ড রয়েছে। তারমধ্যে প্রায় ২৩ লক্ষ উপভোক্তার রেশন কার্ড আধার লিঙ্ক এখনও করা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক হলেন, মাঝে ওয়েবসাইটে যান্ত্রিক সমস্যা হচ্ছিল। তাই অনেকেই বাড়িতে বসে লিঙ্ক করাতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। যদিও সেই সমস্যা এখন মিটে গিয়েছে। ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদেরও এই কাজে বাড়তি জোর দিতে বলা হয়েছে। তবে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করানোর বিষয়টি কঠিন কিছু নয়। সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে গ্রাহক ও পরিবারের গৃহকর্তা মোবাইল নাম্বার দিলেই প্রথমে একটি ওটিপি আসবে। তারপরই গ্রাহক নিজেই ধাপে ধাপে আধার নাম্বার আপলোড করতে পারবেন। এছাড়া " দুয়ারে রেশন" কর্মসূচি পুরোদমে চালু হলে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে ওই পরিষেবার মিলবে। আরও জানা গিয়েছে, আগস্ট মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে রাজ্যের তরফে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আগেভাগেই গ্রাহকদের এব্যাপারে সজাগ করতে রেশন দোকান থেকে লিঙ্ক করার কথা বলা হয়েছিল। অন্যদিকে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে রেশন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেইমতো তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পরই রেশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজার কাজ শুরু করেছে। আধার লিঙ্কের ফলে সরকার গ্রাহকপ্রতি যে রেশন বরাদ্দ করেছে এবং গ্রাহকরা যে রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন তো মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে পাচ্ছেন। খাদ্যদপ্তরের কর্তাদের অনেকেই বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৯০ শতাংশ উপভোক্তার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক হয়ে যাবে। পাশাপাশি অনেক প্রবীণ বাসিন্দা রয়েছেন যাঁরা এখনও আধার কার্ড করাতে পারেননি। সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তবে এব্যাপারে রাজ্য নিশ্চিতভাবে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেবে। রানাঘাট- ১ব্লকের তারাপুরের বাসিন্দা সন্ধ্যারানি হাজরা বলেন, বেশ কয়েকবার আধার কার্ড করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু হাতের ছাপ মেশিনে আসছিল না। তাই আধার কার্ড হয়নি। এতে আগামী দিনে রেশন পরিষেবা থেকে বাদ যাব কিনা তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

রাজ্যে করোনার আবহে এখনই উপনির্বাচনের দাবি কেন, কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি আপাতত আয়ত্বে। সেই কারণে এর মধ্যেই উপনির্বাচন করানোর জন্য একাধিকবার নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

করোনা কালেই বিভিন্ন জায়গায় ভোট পর্ব মিটেছে। রাজ্যের মোট ২ রাজ্যসভার আসন এবং ৮ বিধানসভা আসনে পুনর্নির্বাচন হওয়ার কথা। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে পুনর্নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়, এমনই মনে করে রাজ্যের শাসকদল। তাই সম্প্রতি সেই পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার পরই নির্বাচন কমিশনের দ্রুত পুনর্নির্বাচনের আরজি জানান শাসকদলের নেতারা। আগামী মাসের মধ্যে এই পর্ব মেটানোর একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এতে আপত্তি রয়েছে। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তা তুলে ধরলেন।

তৃণমূলের আবেদন মেনে আগামী ৯ আগস্ট রাজ্যসভার একটি আসনে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বাকি রাজ্যসভা ও বিধানসভার আসনগুলিতে দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি তুলেছে শাসকদল। আর রাজ্য সরকারের এই আবেদনকেই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠকের পর বেরিয়ে তিনি বলেন, "রাজ্যে করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি রয়েছে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। রাতে কারফিউ রয়েছে। এই অবস্থায় কেন এখনই উপনির্বাচনের দাবি উঠছে?" তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, উপনির্বাচন নিয়ে ঠিক যতটা তৎপর শাসকদল, ততটাই উদাসীন বিরোধীরা। শুভেন্দুবাবু বলেন, "প্রতিটি জায়গাতেই ভোটের আগে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ রাজ্যের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা তো ঠিক নয়। উন্নতি হলে কেন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে এখনও বিধিনিষেধ রয়েছে? আর রাজনৈতিক সভা ছাড়া কীভাবেই বা পুনর্নির্বাচন হবে?" তাঁর আরও যুক্তি, কেন্দ্র কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধের মেয়াদ আগস্ট মাস পর্যন্ত বাড়িয়েছে। তাই সে কথা মাথায় রেখে এখন উপনির্বাচন করা মানে বিপদ ডেকে আনা। রাজ্য সরকার যেন তা মাথায় রাখেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

টানা বৃষ্টিতে সেবক রংপো রেলপথে ধস নেমে মৃত এক শ্রমিক, নিখোঁজ দুই

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই (হি. স.): টানা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমানার একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। কালিম্পঙ , সিঙ্গামারিতে ধসে গিয়েছে রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একটা বড় অংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে সেবক-রংপো রেলপথে ধস নামে। ধস নামে সিকিম-শিলিগুড়ি ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মামখোলা এলাকায়। সেখানেই রাতে কাজ করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। নিখোঁজ অন্তত দু'জন। তিনজন শ্রমিককে উদ্ধার করে সিংটাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল।

পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমানার রংপো, মিল্লির পরস্থিতি ভয়াবহ বলে জানা গিয়েছে। ধসের কবলে দার্জিলিং থেকে কালিম্পঙ আসার রাস্তাও। উত্তরে গাড়ি এমনিতেই কম চলছিল। ধসের ফলে একেবারের সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ২৯ মাইল এলাকাও গিয়েছে ধসের কবলে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে প্রশাসন। তবে টানা বৃষ্টিতে কাজও ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের প্রাথমিক কাজ ধস কবলিত এলাকাগুলিতে অন্তত রাস্তাগুলি পরিষ্কার করতে। যোগাযোগ ব্যবস্থার যাতে কিছুটা উন্নতি হয়, সেদিকে নজর দিচ্ছে প্রশাসন। বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে রয়েছে পূর্ত দফতরের কর্মীরা।

অসম : কালাইনছড়া টোলগেটের পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার পচাগলা লাশ, চাঞ্চল্য

গুমড়া (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানার গুমড়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কালাইনছড়া টোলগেট সংলগ্ন জঙ্গল থেকে আজ শুক্রবার পচাগলা একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সকাল নয়টা নাগাদ আচমকা স্থানীয় লোকজন দুর্গন্ধ পেয়ে আশপাশে খোঁজাখুজি করে মৃত এক যুবকের দেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গুমড়া ফাঁড়ির পুলিশকে। গুমড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ চিরাজ শইকিয়া, এএসআই ফারুক আহমেদ বড়ভুইয়াঁ সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

পচাগলা দুর্গন্ধময় লাশের নমুনা দেখে ধারণা করা হচ্ছে ৫/৬ দিন আগে হয়তো অন্যত্র খুন করে মৃতদেহ এখানে ফেলে গা ঢাকা দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মৃতদেহের বয়স আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। লাশটি পচে যাওয়ায় মুখমণ্ডলের চেহারা ভালোভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহটি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ৭২ ঘণ্টা রাখা হবে। এই সময়সীমার মধ্যে নিকটাত্মীয়রা মরদেহ শনাক্ত করতে পারলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে সমঝে নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন গুমড়া পিআইসির ইনচার্জ চিরাজ শইকিয়া।

এদিকে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের গুমড়া ও দিগরখালের অদূরে দুর্গানগরের চা-বাগান সংলগ্ন স্থান এবং কালাইনছড়ার টোলগেট এলাকায় নেশাদ্রব্য ড্রাগস ব্যবসায়ী উপদ্রব বেড়েছে বলে স্থানীয় জনগণের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। দিগরখাল থেকে এমভি চেকগেটের কমপ্যাক্ট পয়েন্টের আগের চা-বাগান এলাকায় জনগণের দৃষ্টি এড়াতে রাস্তার দুপাশে চা-বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সেলফি ও ফটোগ্রাফির বাহানায় দিব্যি ড্রাগসের হাতবদল করে থাকে তথাকথিত ড্রাগস মাফিয়ারা বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও কালাইনছড়ার টোলগেটে একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নীরবে চলে ড্রাগস ও অন্যান্য নেশাসামগ্রীর হাতবদল। টোলগেট চালু না হওয়ার জন্য গোটা এলাকা ড্রাগস ব্যবসায়ীদের জন্য মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তাই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে স্পর্শকাতর এই বিষয়ে তদন্তক্রমে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার সচেতন জনগণ।

এদিকে কালাইনছড়ার টোলগেট সংলগ্ন স্থান থেকে অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকার জনমনে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭১১ জন

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.): করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ শহরবাসী। এই পরিস্থিতির মাঝেই গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ১০০০ নিচে। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭১১ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭১১ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,২৭,২৫০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮,১২৮। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৩৫। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৯৭,৯৫১। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.০৮। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩,২০৯। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১,৫৬,৮৭,২৬৫।

অসম : বিধানসভা নির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত কংগ্রেসিদের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটিতে করিমগঞ্জের নেতৃবর্গ, ধন্যবাদ এপিসিসিকে

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সঠিক তদন্ত করে বিষয়টি সমাধানের জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই তদন্ত কমিটিতে করিমগঞ্জ জেলা থেকে সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক আবুসালেহ নজমুদ্দিন এবং জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উত্তম মজুমদার। তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে জেলার দুই অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান দলীয় নেতাকে মনোনীত করায় জেলা কংগ্রেস সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এর জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা ও বিধায়ক তথা প্রদেশ কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের প্রতি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

অসম : মাধ্যমিকে করিমগঞ্জ জেলায় পাশের হার ৯০.০১ শতাংশ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : বহুচর্চিত তথা বহু প্রতীক্ষিত মাধ্যমিকের ফলাফল শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। তবে ফলাফলকে ঘিরে অন্যান্য বারের মতো ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে তেমন কোনও উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অনেকে এবারের ফলাফলকে নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি বলে বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

রাজ্য শিক্ষা বিভাগের গাইড লাইন মেনে ছাত্রছাত্রীদের নবম ও দশম শ্রেণির বিগত পরীক্ষাসমূহের প্রাপ্ত নম্বর ও ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের অভ্যন্তরীণ শৈক্ষিক কার্যক্রমের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আজ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ অর্থাৎ সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড অব আসাম (সেবা)। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বহু চর্চিত ও বহু প্রতীক্ষিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলেও, এই ফলাফলকে ঘিরে করিমগঞ্জ জেলায় ছাত্রছাত্রী অভিভাবক মহলে বিশেষ কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়নি।

এ বছর করিমগঞ্জ জেলা থেকে মোট ১৪,৮৫৪ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের বিগত পরীক্ষা সমূহের প্রাপ্ত নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাশ করেছে মোট ১৩,৩৭০ জন। পাশের হার ৯০.০১ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২,০৫০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩,৮৯০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে মোট ৭,৪৩০ জন ছাত্রছাত্রী। অনুত্তীর্ণ রয়ে গেলেন ১,৪৮৪ জন।

করিমগঞ্জ সরকারি বালক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এ বছর মোট ১১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯৬ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৬ এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪৯ জন ছাত্র। পাশের হার ৮৫.৭১ শতাংশ। করিমগঞ্জ হাইমাদ্রাসায় পাশের হার একশো শতাংশ। ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৯ এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন ৪ জন। অনুরূপ ভাবে করিমগঞ্জের রোল্যান্ডস স্কুলে পাশের হারও একশো শতাংশ। মোট ৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৩৫টি বিষয়ে ডিস্টিংশন এবং ২২টি বিষয়ে স্টার মার্কস রয়েছে। শহরের সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন স্কুলে মোট ৯৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৮১ এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে ১৩ জন। পাশের হার একশো শতাংশ। এর মধ্যে ১৫৯টি বিষয়ে লেটার্স ও স্টার মার্কস রয়েছে ১৮টি বিষয়ে।

করিমগঞ্জ পাবলিক এইচএস স্কুলে এবার মোট ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন ৮৩ জন। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে ১০ এবং তৃতীয় বিভাগে ৭৩ জন পাশ করেছেন। ব্যাবিল্যান্ড স্কুলেও পাশের হার একশো শতাংশ। মোট ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ জন। স্টার মার্কস ৯ এবং ৭টি বিষয়ে রয়েছে ডিস্টিংশন মার্কস। করিমগঞ্জ বিরজা সুন্দরী স্কুলে ৪০ জনের মধ্যে সকলেই পাশ করেছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে ১১ এবং তৃতীয় বিভাগে ২৯ জন। শ্যামসুন্দর স্কুলে মোট ৮৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৭, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৩ এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন মোট ৩৭ জন। শহরের শৈলেজা সুন্দর মণিমুক্তা স্কুলে ৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে সবাই। ফলাফল একশো শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬ এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিদ্যালয়ে তিনটি বিষয়ে ডিস্টিংশন ও চারটি বিষয়ে স্টার মার্কস এসেছে।

করিমগঞ্জ কুশিয়ারকুল এইচএস স্কুলে এ বছর পাশের হার একশো শতাংশ। মোট ৯২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১০, দ্বিতীয় বিভাগে ২৬ এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে মোট ৫৬ জন পরীক্ষার্থী। চার জনের রয়েছে স্টার মার্কস।

টানা বৃষ্টিপাতে ঝাড়গ্রাম শহরের বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডে জলমগ্ন

ঝাড়গ্রাম, ৩০ জুলাই (হি. স.) : বুধবার রাত মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের জেরে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের ছোটো ছোট বাজার এলাকার রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে এবং গ্রামীন এলাকায় জল ঢুকে বেশ কয়েকটি মাটির বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়েছে। এছাড়াও ঝাড়গ্রাম শহরের বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডে জলমগ্ন হয়েছে। অন্যদিকে জেলার নদী গুলিতে জল বেড়ে যাওয়ার কারনে চিল্কীগড়ে ডুলুং নদীর কজওয়ের উপর জল উঠে যাওয়ায় জামবনী ব্লকের গিধনী, পড়িহাটি, চিচিড়া সহ বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও শিলদা বাঁকুড়া যাওয়ার পিচ রাস্তার এঠেলাতে তারাফেনি নদীর কজওয়েতে জল উঠে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বাঁকুড়া, দূর্গাপুরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এবং সুবর্ণরেখা নদী ও জল স্থানীয় খালের জলস্তরও বাড়ে যাওয়ায় গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার আশঙ্কা মনে করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। আর তাই নদীতীরবর্তী গ্রামের মানুষজনদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকা গুলিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টিপাতের ফলে ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা ডুলুং, তারাফেনী ও কংসাবতী নদীর জল অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। তার উপর গোদের উপর বিষফেঁড়ার মত ঝাড়খণ্ডের গালুডি জলাধার থেকে একটু একটু করে জল ছাড়ায় সুবর্ণরেখা নদীর জল বেড়ে চলেছে। বৃহস্পতিবার ৩৮ মিটার জল ছিল এদিন শুক্রবার তা বেড়ে সাড়ে একচল্লিশ মিটার বেড়ে গিয়েছে। এদিকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফ্লাড সেন্টার গুলিতে শুকনো খাবার, মুজুত করেছে প্রশাসন। এবিষয়ে বিষয়ে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্র বলেন,' বুধবার রাত থেকে বৃষ্টি চলছে আর তার উপর গালুডি জলাধার থেকে একটু একটু করে জল ছাড়ায় এদিন দুপুর পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর জল স্তর সাড়ে একচল্লিশ মিটার বেড়ে গিয়েছে। তবে এখনো বিপদ সীমার নীচেই জল বইছে। শুক্রবার বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন রাত বৃষ্টি হলে আরও জল স্তর বেড়ে যাবে। তবে প্রশাসন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। ফ্লাড সেন্টার গুলিতে ত্রাণ মজুত রাখা হয়েছে। টানা বৃষ্টিপাতের জেরে গ্রামীন এলাকার বেশ কিছু এলাকার ধান জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। কয়েকদিন ধরে চারা ধান জলের তলায় ডুবে থাকলে ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

বক্সনগর দ্বাদশের এনএসএস ইউনিটের সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ জুলাই।। বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বক্সনগরে সাপ্তাহিক হাট বারের দিনে করোনা সচেতনতা মূলক হিসেবে বাজারের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে মাস্ক বিতরন ও সেনিটাইজ করা হয়। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সাধারণ লোকেদের সচেতনতা করাই ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মূল লক্ষ্য। এদিনে বাজারের প্রায় দুই শতাধিক লোকের মধ্যে এই মাস্ক প্রদান করা হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সকলে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি মাস্ক, সেনিটাইজার ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে সেই বিষয়েও সকলকে অবগত করা হয়। এবং তার সাথে ১৮উর্ধরে সকলে যেন আগামী ৩১জুলাইয়ের মধ্যে তাদের নিকটবর্তী কোভিড ভেকসিন সেন্টারে গিয়ে ভেকসিন গ্রহন করেন সেবিষয়ে সকলকে সচেতন করেন।

পথ দূর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুলাই।। পথ দূর্ঘটনা কেড়ে নিল এক যুবকের প্রাণ। আহত হয় দুইজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের ইচারবিল এলাকায় শুক্রবার বিকাল আনুমানিক প্রায় ৪:৪৫ মিঃ নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মোটর বাইকে চড়ে তিন জন তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর থেকে খোয়াই দ্বারিকাপুর যাচ্ছিল। অপর দিকে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়ি খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়ার সেক্টর অফিসের দিকে আসছিলো। এমন সময় তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের ইচার বিল এলাকায় আসতেই বাইক ও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় অর্জুন তাঁতি (২৫) নামে এক যুবকের। বাইকে থাকা অপর দুই জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। এরমধ্যে আহত পিন্টু শীল (২৪)-এর চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে এবং অপর আহত যুবক মিটন উড়িয়া (বাড়ি ডুকলি আগরতলা) তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে দমকল কর্মীরা নিহত যুবক এবং আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায় দুর্ঘটনায় নিহত যুবক কল্যাণপুর দ্বারিকাপুর এলাকার বাসিন্দা। সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ১২১ নং ব্যাটেলিয়ান মণিপুরে কর্মরত জওয়ান। গতকাল তথা বৃহস্পতিবার সে বাড়ি আসে ছুটি নিয়ে।

অপরদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়িটি সহ গাড়ির চালক তথা বিএসএফ জওয়ান বি.সি প্রধান কে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। এই খবর পেয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তেলিয়ামুড়া খাসিয়ামঙ্গল স্থিত সেক্টর হেডকোয়ার্টার ডি.আই.জি সুশীল কুমার তেলিয়ামুড়া থানায় আসে। যদিও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষে কেউই এখন পর্যন্ত মুখ খুলতে নারাজ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বড়শি টিকিট ক্রয় করে মাছ ধরার সুযোগ উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ জুলাই।। দিঘির শহর উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘিতে বড়শি টিকিট ক্রয় করে মাছ ধরার সুযোগ করে দিয়েছিল উদয়পুর সমাজ কল্যাণ মৎস জীবিত সমবায় সমিতি। উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে গত ২৮,২৯,৩০ জুলাই এই তিনদিন কোভিড বিধি মেনে প্রতিদিন ৮০০ টাকা করে তিনদিনের ২৪০০টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বড়শি প্রেমিরা অধীর আগ্রহে ভীড় জমিয়েছেন। ২৪০০টাকা দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করে বড়শির প্রতি ঝোক দেখা গেলো আট থেকে আশা সব বয়সের বড়শি প্রেমিদের।এই বৎসর বিশাল সংখ্যক বড়শি প্রেমি এই জগন্নাথ দিঘিতে ভীড় করেন তার কারন বিগত ২৫ বৎসর বিগত বাম সরকারের আমলে এই দিঘি গুলোতে কোন মাছ ছিলোনা। উদয়পুর সমাজ কল্যাণ মৎসজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি গোপাল দাস বলেন এই বৎসর প্রচুর পরিমাণে মাছ পেয়েছেন বড়শি প্রেমিরা। উদয়পুর জগন্নাথ দিঘির চার পাড়ে উৎসুক জনতার ব্যাপক ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

সিবিএসই এর দ্বাদশে শ্রীকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। শুক্রবার সিবিএসই পরিচালিত এআইএসএসসিই-২০২১ অর্থৎ দ্বাদশ মানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর ভোলানন্দ পল্লিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে মৌট ২৭৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে ও সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশ ও এর বেশী নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হল আঁচল দেবনাথ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৮.৪০ শতাংশ। জেইই মেইন এ তার নম্বর ৯৯.৭৮ শতাংশ। ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলে অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকা সকলেই গর্বিত ও আনন্দিত। স্কুলের অধিকর্তা এই ফলাফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছেন।

এদিকে, বিবেকনদর রামকৃষ্ণ মিশনের ফলাফলও উৎসাহব্যাঞ্জক। মিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগের ষাটজন পরীক্ষার্থী এবং হিউমেনিটাইস স্ট্রিমের ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সের্বাচ্চ নম্বরপ্রাপক হলেন যুগ্মভাবে রাকেশ দেবনাথ এবং রাজীব দাস। তারা দুজনেরই ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯১ নম্বর পেয়েছে। তাদের নম্বরের শতকরা হর ৯৮.২ শতাংশ। অন্যদিকে দ্বিতীয় হয়েছে সিদ্ধান্ত দেব। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩ এবং তৃতীয় হয়েছে দয়াং তামিন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১।

১৫ আগস্ট পর্যন্ত উচ্চ আদালত এবং জেলা আদালত গুলিতে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি চলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত উচ্চ আদালত এবং জেলা আদালত গুলিতে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি চলবে। শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্টার জেনারেল এক আদেশ জারির মাধ্যমে বলেন ২ আগস্ট থেকে ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত নতুন আদেশের মাধ্যমে চলবে বিচার প্রক্রিয়া।

বর্তমানে জারি থাকা নিয়ম অনুযায়ী জেলা আদালত এবং পারিবারিক আদালত গুলি চলবে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত। হাইকোর্টে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মামলার শুনানি চলবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতা মন্ত্রিরা ফিরে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ৩০ জুলাই।। রাজ্য থেকে চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের দুই মন্ত্রী, একজন এমপি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। আইপ্যাকের কর্মকর্তাদের নজরবন্দী করে রাখার ঘটনার খোঁজ খবর নিতে রাজ্যে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক এবং তৃণমূল নেতা ঋতব্রত ব্যানার্জী। তারপর এসেছিলেন কাকলী ঘোষ দোস্তিদার এবং সাংসদ ডেরাক ওব্রায়েন। জানা গিয়েছে কাকলী ঘোষ দোস্তিদার ছাড়া বাকি সকলেই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। শ্রীমতি দোস্তিদার ফিরেছেন কি না তা জানা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, উদয়পুর মাতার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মহিলা সভানেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় মহিলা সভানেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, রাজ্যে কোনও সরকারি চাকরি নেই। মানুষের কোন রোজগার নেই। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বৈরাতান্ত্রীক ও স্বৈরাচারি সরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি। শুক্রবার উদয়পুর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যবাসীকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে।তিনি জানান, আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভার নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে। সেজন্যই রাজ্যে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে তিনি জানান। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই মাতাবাড়ি প্রাঙ্গণে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

চড়িলাম মণ্ডলের যুব মোর্চার কার্যকরনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। শুক্রবার চড়িলাম মন্ডলের যুব মোর্চার কার্য করনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্রজপুর কমিউনিটি হলে। চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার কার্যকরণী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের যুব মোর্চার সভাপতি দীপ্তনু দাস, চড়িলাম মন্ডলের প্রভারী সৈকত সাহা, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দেবনাথ। প্রথমে হলের বাইরে পতাকা উত্তোলন করেন চড়িলাম মন্ডল এর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি গোপাল শর্মা। এছাড়া হলের ভিতরে বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। অতিথিরা মাতৃ বন্দনা মধ্য দিয়ে শুরু করেন চড়িলাম মন্ডলের যুব মোর্চার কার্যকরণী বৈঠক। বৈঠকে আলোচনা করেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বনিক সহ চড়িলাম মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা অন্যান্য নেতৃত্বরা। সাংগঠনিক বিষয় তুলে ধরেন নেতৃত্বরা।

জম্মুর পর এবার সাম্বা, তিনটি স্থানে সন্দেহজনক ড্রোনের গতিবিধি

জম্মু, ৩০ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ড্রোনের গতিবিধিতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ফলে চিন্তা বাড়ছে পুলিশ-প্রশাসনের। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় দেখা গেল ড্রোন। বৃহস্পতিবার রাতে সাম্বা জেলার তিনটি এলাকায় "সন্দেহজনক" ড্রোন দেখা যায়। রাতের অন্ধকারে ড্রোনগুলি উধাও হয়ে যায়।সাম্বার এসএসপি রাজেশ শর্মা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বারি ব্রহ্মা, চলিয়ারি আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় হাইওয়ের কাছে ঘাগওয়াল এলাকায় ড্রোন দেখা যায়। তিনটি স্থানে ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসতেই সাম্বা জেলাজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়। তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু, ড্রোন থেকে কিছুই নিক্ষেপ করা হয়নি।

ভারতে ৪৫.৬০-কোটির বেশি টিকাকরণ, ৪৬.৪৬ কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৫.৬০ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৫,৬০,৩৩,৭৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫১,৮৩,১৮০ জনকে। ভারতে ৪৬.৪৬-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৮,১৬, ২৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৬,৪৬,৫০,৭২৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,১৬,২৭৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ২৩০ জন।

পরীক্ষা

● **প্রথম পাতার পর**

দাবিএই মহামারী পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ক্লাসগুলি হয়েছে অনলাইনের মাধ্যমে। তাও আবার শুধুমাত্র দেড় মাসের জন্য। এমতাবস্থায় হঠাৎ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকে অফলাইন মোডে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। অফ লাইনে পরীক্ষা নেওয়া হলে তাদেরকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় দিতে তারা আবেদন জানায়। যদি পরীক্ষা নিতে হয় ,অন লাইনে নেওয়ার জন্য দাবি জানান। এছাড়া কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টেনে ছাত্রছাত্রীরা বলে যে আমাদের প্রতিবেশী বিশ্ববিদ্যালয় গৌহাটি, মিজোরামে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারলে আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি কেন পারবেনা, এই প্রশ্ন উঠছে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। শুধু বিলোনিয়াতে নয় ,রাজ্যের সব কলেজেই অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে। অন্যতায় ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে সামিল হবে বলেও জানিয়েছে।

আসামী

● **প্রথম পাতার পর**

করা হয়। কোভিড এন্টিজেন টেস্টে বুধবার ১৬ জন আসামি এবং দুজন কর্মীর করোনা পজিটিভ হয়। ফলে করোণা আক্রান্ত ১৬ জন আসামিকে বুধবার সন্ধ্যারাতে জেলা কারাগার থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে উদয়পুর গোকুলপুর পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং সেন্টারে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

পরবর্তী সময় পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং সেন্টার চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পালিয়ে যায় সাজাপ্রাপ্ত এক আসামি।এই খবর মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায় গোটা গোকুলপুর পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং সেন্টারে। সাথে সাথে রাধা কিশোর পুর থানায় এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে খবর দিলে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে সাজাপ্রাপ্ত আসামি পিন্টু দাসকে আটক করার জন্য তল্লাশি চালায় এখনো পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া করোনা আক্রান্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে গোটা পঞ্চায়েত রাজ ট্রেনিং সেন্টারে। সেন্টারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাতের কারফিউ

● **প্রথম পাতার পর**

৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একমাত্র পরিবারের সদস্যরা এই নিয়মের বাইরে থাকবেন। তারা রাস্তা এবং অন্যত্র একসাথে চলাচল করতে পারবেন।

কোভিড নিয়ম মেনে সর্বোচ্চ ৫০ জন নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান চলতে পারে।দাহক্রিয়া / অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্বোচ্চ ২০ জন নিয়ে করা যাবে। কোভিড নিয়ম সমস্ত ধর্মীয় স্থান খোলা থাকতে পারবে। সমস্ত কর্মস্থল, পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক।

করোনা কার্ফ নিয়ে মুখ্যসচিবের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী উল্লেখ করে জেলাশাসকগণ করোনা কার্ফর বিষয়ে বিস্তারিত আদেশ জারি করবেন। বিধিভঙ্গকারীরা বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর ৫১ থেকে ৬০ নং ধারার পাশাপাশি আইপিসি-র ১৮৮ ধারা এবং অন্যান্য আইনি ধারায় শাস্তিযোগ্য। সরকার এছাড়াও এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট ১৯৮৭-র মূল ধারাও কার্যকর করেছেন। সারা রাজ্যে কার্ফর আওতার বাইরে থাকবে :যথাযথ কোভিড বিধি মেনে চলার মাধ্যমে সমস্ত দপ্তর এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন / ট্রেনিং সেন্টারগুলির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি জারি থাকবে। একে অন্যের মধ্যে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে এই কর্মসূচিগুলি সম্পন্ন করা হবে।

পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সহ মাল পরিবহণকারী যানবাহন ও খালি যানবাহন, লোডিং / আনলোডিং চলবে।টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্পচার ও ক্যাবল পরিষেবা এবং আইটি এবং আইটি নির্ভর পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে। ই-কমার্সের মাধ্যমে খাদ্য, ঔষধ ও স্বাস্থ্য সর'াম ইত্যাদি জরুরি দ্রব্যাদি ডেলিভারি করার কাজে নিযুক্ত কর্মী ও যানবাহন চলবে।পেট্রোল পাম্প, এলপিজি, সিএনজি, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের খুচরো ও স্টোরেজ পরিষেবার কর্মী ও যানবাহন চলবে।দিনরাত চলমান শিল্প / কোম্পানিতে বিভিন্ন শিফটে কর্মরত কর্মীরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন।ব্যাঙ্ক, এটিএম, আরবিআই, বীমা, এনআইসি, কাস্টমস ও স্থলবন্দর এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও যানবাহন চলবে। বিমানবন্দর / রেলওয়ে এবং কার্গো পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবেন।ডাক ও ক্যারিয়ার পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মী চলাচল করতে পারবেন।বীজ, সার, কীটনাশক, ক'ষি যন্ত্রপাতি পরিবহণ ও মেরামতের সাথে যুক্ত ব্যক্তি কার্ফর আওতার বাইরে থাকবেন।এফসিআই ও খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মাল পরিবহণকারী কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে।স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে যাওয়া রোগী ও তার সহকারি কার্ফর আওতার বাইরে থাকবে।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সরকারি মিডিয়ার কর্মী বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন।

যথাযথ কোভিড-১৯ নির্দেশিকা মেনে চা বাগানের কাজকর্ম চলতে পারবে। চা পাতা পরিবহণকারী যানও চলতে পারবে।হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবারের দোকান থেকে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে।যথাযথ কোভিড নির্দেশিকা মেনে ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ডেলিভারি দেওয়া যাবে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, কোল্ড স্টোরেজ ও ওয়্যারহাউস খোলা থাকবে।বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা।হোটেলগুলি খোলা থাকবে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবা সহ। প্লাম্বিং, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক ও গৃহস্থালীর সর'াম মেরামত ইত্যাদি পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী চলাচল করতে পারবেন। জেলাশাসকের দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও ধরণের ছাড়।যথাযথ কোভিড নিয়ম মেনে রেগার কাজ চলবে।সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধানের নিয়ম মেনে গ্রামীণ এলাকায় ক'ষিকাজ / উদ্যান চাষ / মৎস্যচাষ / প্রাণী পালন ও রাবার ট্যাপিং-এর কাজ চলবে। দুগ্ধ পরিবহণকারী যানবাহন চলতে পারবে।নির্মাণ ও প্রজেক্টের কাজ চলবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকা অমান্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসি-র ১৮৮ ধারায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। আবার 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০-র অধীনে বলা হয়েছে যে- কর্মস্থলে / পাবলিক প্লেস এবং ভ্রমণে যানবাহণ চালানোর সময় মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। সরকারি ও বেসরকারি যানবহণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।একমাত্র সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করেই দোকান খোলা যাবে এবং ভিড় যাতে না হয় সেজন্য স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। যেসব দোকানের সামনের অংশ এক মিটারের কম প্রশস্ত সেখানে একসাথে একজন ক্রেতা থাকতে পারবেন। তবে ১ মিটারের বেশি কিন্তু ২ মিটারের কম প্রশস্ত হলে একসাথে দুইজন ক্রেতা থাকতে পারবেন এবং বাকিরা পিছনে অপেক্ষা করবে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং প্রতিদিন দোকান স্যানিটাইজ করতে হবে।মাস্ক পরিধানের নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রথমবার ২০০ টাকা এবং পরবর্তী বারগুলিতে ৪০০ টাকা করে জরিমানা হবে।সামাজিক দূরত্বের নিয়ম এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলে ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে।

চিকিৎসকদের

● **প্রথম পাতার পর**

কিন্ত, টিকাকরণের বিরুদ্ধে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তিনি জানান, করোনার টিকায় জীবন্ত ভাইরাস নেই। রয়েছে মৃত ভাইরাস, যা মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করছে। এ-ক্ষেত্রে ওই মৃত ভাইরাস মাতৃদুগ্ধে মিশে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁর আরও দাবি, যদি মা করোনার টিকা নেন, তাহলে মাতৃদুগ্ধ পান করে সেই শিশু অনেকটা উপকৃত হবে। তাঁর দাবি, একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে করোনার টিকা নেওয়ার ফলে মাতৃদুগ্ধে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। শিশুরা সেই দুগ্ধ পান করে উপকৃত হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, মায়ের করোনার টিকা নেওয়ার সাথে ওই শিশুর মৃত্যুর কোন যোগাযোগ নেই।

জি বি হাসপাতালের প্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদারও বলেন, মা টিকা নেওয়ার দুই দিনের মধ্যে মাতৃদুগ্ধ পান করে শিশুর মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, টিকা নেওয়ার পর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করতে ১৪ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে দুই দিনে দেহে কোনভাবেই ওই টিকা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি বলেন, ওই শিশু মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে, সঠিক সময়ে চিকিতা না হওয়ায় জ্বরে ভুগে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা। আজ ডা: সুব্রত বৈদ্যও সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান, গুজবে কান দিয়ে টিকাকরণ থেকে বিরত থাকবেন না। করোনার টিকা সম্পুর্ন নিরাপদ। সকলে নির্ভয়ে টিকা নিন।

একশো শতাংশ টিকাকরণের মাধ্যমে করোনার তৃতীয় ঢেউকে আটকানো সম্ভব হবে। তাই, সমস্ত ভয়ভীতি কাটিয়ে নির্দ্বিধায় করোনার টিকা নিন। আজ এভাবেই ত্রিপুরাবাসীকে টিকাকরণে উদ্বুদ্ধ করলেন জি বি হাসপাতালের প্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদার। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনার সাথে লড়াইয়ে কঠিন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হতে ত্রিপুরার ৭০ শতাংশ নাগরিকের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার দুই সপ্তাহ পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখনও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কাটিয়ে উঠেনি। তবে, কঠিন লড়াই করা সম্ভব হচ্ছে একমাত্র টিকাকরণের জন্যই। তাঁর দাবি, আমরা এখনো বেঁচে আছি শুধুমাত্র টিকাকরণের জন্য। উদাহরণ টেনে তিনি স্প্যানিশ ফ্লু যখন হয়েছিল তখন টিকা ছিল না। তাই, মৃতের সংখ্যাও প্রচুর হয়েছিল।

এদিন ডা: সুব্রত বৈদ্য বলেন, করোনার তৃতীয় ঢেউ আরও মারাত্মক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই, সমস্ত জনগণ টিকাকরণে এগিয়ে আসুন। ডা: তপন মজুমদারের কথায়, ত্রিপুরায় মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের অধিক মানুষের দুইটি ডোজ নেওয়ার দুই সপ্তাহ পর নিশ্চিত হওয়া যাবে করোনার বিরুদ্ধে কঠিন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়েছে। তাই তিনি দৃঢ়তার স্থান বলেন, ১০০ শতাংশ টিকাকরণের মাধ্যমে করোনার তৃতীয় ঢেউ আটকানো সম্ভব।

সংকট

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বালি সরানোর কাজ হচ্ছে।

অপরদিকে এই প্লান্টের ট্যাকনেশিয়ান জানান,, পাইপ যোগে রাশি রাশি বালি জমাট বাঁধার কারণে মেশিনটি বিকল হয়ে যায়। তবে কবে নাগাদ বিকল হওয়া মেশিন সচল হবে সেটা সম্পর্কে তিনি অবগত নন।

দ্রুত সমস্যার সমাধান এর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পুরো নাগরিকদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সিন্ধু, ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে পৌঁছলেন সেমিফাইনালে

টোকি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : অলিম্পিক পদক নিশ্চিত করা থেকে আর মাত্র এক ধাপ দূরে পি ভি সিন্ধু। শুক্রবার টোকিও অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের আকানে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলেন সিন্ধু। নিজের থেকে বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা জাপানি শাটলার আকানে ইয়ামাগুচিকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করে ম্যাচ জিতে পিভি জায়গা করে নেন ওমেনস সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে। এদিন ২১-১৩ ও ২২-২০ সেটে গেম জিতে টোকিও অলিম্পিকে সেমিফাইনালে পৌঁছলেন পি ভি সিন্ধু।

শেষ আটের হার্ডল টপকাতে টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই সিন্ধুকে সাকুল্যে ঘাম ঝরাতে হয় ৫৬ মিনিট। মাত্র ২৩ মিনিটেই প্রথম গেম ২১-১৩ ব্যবধানে জিতে নেন সিন্ধু। তবে দ্বিতীয় গেমে সিন্ধুকে কড়া টক্কর দেন ইয়ামাগুচি। যদিও শেষমেশ সিন্ধু ৩৩ মিনিটে দ্বিতীয় গেম জিতে নেন ২২-২০ ব্যবধানে। এদিনের জয়ের ফলে এবার দেশবাসীকে টোকিও অলিম্পিক থেকে পদক এনে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পুসারলা। আর একটি ম্যাচ জিতলেই পদক নিশ্চিত।এই ম্যাচে জিতলেই অন্তত রুপো নিশ্চিত তাঁর। হেরে গেলেও ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ থাকছে সিন্ধুর। তখন তাঁকে ব্রোঞ্জ পদকের জন্য খেলতে হবে অন্য সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া প্রতিযোগীর সঙ্গে। সেক্ষেত্রে অলিম্পিক থেকে ব্যাডমিন্টনে তৃতীয় পদক আসবে ভারতের। সিন্ধুর নিজেরই এটি দ্বিতীয় পদক হবে। প্রথম পদকটি এসেছিল সাইনা নেহওয়ালের হাত ধরে। শুধু তাই নয়, অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে পদক জয়ের হ্যাটট্রিক হবে ভারতের। পরপর তিনটি অলিম্পিক থেকে ব্যাডমিন্টনে পদক আসবে এ দেশে। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে প্রথম পদক আসে ভারতে। সাইনা সে বার ব্রোঞ্জ জেতেন। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের ম্যাচে প্রথম গেমে ১৮-২১ ফলে হেরে যাওয়ার পরেও সাইনা ব্রোঞ্জ পান। কারণ ওয়াং জিন তাঁর বিরুদ্ধে চোটের জন্য আর খেলতে পারেননি। সেমিফাইনালে সাইনা ওয়াং ইহানের কাছে হেরে যান ১৩-২১, ১৩-২১ ফলে। গত বার অর্থাৎ ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে সিন্ধু রুপো জেতেন। অল্পের জন্য সোনা জেতা হয়নি তাঁর। ফাইনালে স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে তিনি ২১-১৯, ১২-২১, ১৫-২১ ফলে হেরে যান।

২৫ মিটার পিস্তলের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ মনু-রাহি

টোকি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : আশা জাগিয়ে ব্যর্থ হলেন মনু ভাকের। শুক্রবার ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেন ১৯ বছর বয়সী এই ভারতীয় শুটার। এদিন তাঁর পাশাপাশি দেশকে হতাশ করলেন এই ইভেন্টে ভারতের অপর শুটার রাহি স্বর্ণবত। শুরু থেকেই পিছিয়ে ছিলেন রাহি। স্বাভাবিকভাবেই তিনিও বিদায় নিয়েছেন কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকে।

শুটিংয়ের তিনটি ইভেন্টে পদকের আশায় মনুর দিকে তাকিয়েছিল ভারতীয় শিবির। যদিও তিনটিতেই ব্যর্থ হন তিনি। প্রথমে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হয় মনুকে। পরে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সৌরভের সঙ্গে জুটি বেঁধে ফাইনালে উঠলেও পদক জিততে পারেননি তিনি। এবার মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেন ১৯ বছর বয়সী ভারতীয় শুটার।

দু''দিনের ইভেন্টের প্রথম দিনটা তুলনায় ভালো কাটে মনুর। বৃহস্পতিবার কোয়ালিফিকেশনের প্রেসিশন পর্বে ২৯২ পয়েন্ট স্কোর করে পাঁচ নম্বরে ছিলেন তিনি। শুক্রবার ব্যাপিড রাউন্ডে ২৯০ স্কোর করেন মনু। দুই রাউন্ড মিলিয়ে ৫৮২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ১৫ নম্বরে থেকে কোয়ালিফাইং ইভেন্ট শেষ করেন ভাকের।

অন্যদিকে, রাহি স্বর্ণবত কোয়ালিফিকেশনের প্রেসিশন পর্বে ২৮৭ পয়েন্ট স্কোর করে ২৫ নম্বরে ছিলেন। ব্যাপিড রাউন্ডে তাঁর সংগ্রহ ২৮৬ পয়েন্ট। সার্বিকভাবে ৫৭৩ পয়েন্ট স্কোর করে ৩২ নম্বরে শেষ করেন রাহি। প্রথম ৮ জন শুটার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেন।

টোকিও অলিম্পিকে পদক নিশ্চিত করে শুভেচ্ছায় ভাসছেন লভলিনা

টোকি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : সেমিফাইনালে পৌঁছে ভারতের জন্য সোনা জয়ই লক্ষ্য টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত লভলিনা বড়গোহাঁইয়ের। সেমিফাইনালে উঠে সেই কথাই জানালেন ভারতীয় বক্সার। তিনি বলেন, ভারতের জন্য ''সোনা জিততে চাই। সেটাই আমার আসল লক্ষ্য।'' শুক্রবার চাইনিজ তাইপেইয়ের চেন নিয়েন-চিনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেন লভলিনা। কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে পদক নিশ্চিত করলেন তিনি। সেমিফাইনালে উঠে লভলিনা বলেন, ''কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে দারুণ লাগছে। এ বার সেমিফাইনাল জেতাই লক্ষ্য। চেষ্টা করব আরও ভাল খেলতে। ভারতের জন্য সোনা জিততে চাই। সেটাই আমার আসল লক্ষ্য।'' মহম্মদ আলির ভক্ত লভলিনা মেরি কমের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চান। তিনি বলেন, ''আমি ফুটওয়ার্ক এবং লম্বা পাঞ্চের ক্ষেত্রে মহম্মদ আলিকে অনুসরণ করি। বক্সিং রিংয়ে নামার পর থেকেই আমি মেরি কমের নাম শুনে আসছি। আমি খুবই আনন্দিত যে উনি অলিম্পিক্সে আমাদের সঙ্গে টোকিওতেই আছেন। ওঁকে জীবনে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওঁখে দেখে আমি অনুপ্রেরিত হই।''জানান লভলিনা। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে বক্সিংয়ে ভারতে প্রথম পদকটি এসেছিল বিজেন্দ্র সিংয়ের হাত ধরে। ২০১২ সালে মেরি কম জেতেন দ্বিতীয় পদক। নয় বছর পরে ফের বক্সিংয়ে পদক আসছে দেশে। দ্বিতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে ভারতকে পদক দিচ্ছেন লভলিনা।

পুরুষদের হকিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে জাপানকে ৫-৩ গোলে হারাল ভারত

টোকি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আগেই নিশ্চিত করেছিল ভারত। টোকিও অলিম্পিকে এবার ছেলেদের হকির শেষ গ্রুপ ম্যাচে জাপানকে পরাজিত করেন মনপ্রীতরা। ভারত ম্যাচের প্রথম তিনটি কোয়ার্টারে ১টি করে গোল করে। শেষ কোয়ার্টারে দু''বার জাপানের জালে বল জড়ায় তারা। জাপান প্রথম কোয়ার্টারে গোল করতে না পারলেও শেষ ৩টি কোয়ার্টারে একটি করে গোলের ব্যবধান কমায়। শেষ পর্যন্ত ৫-৩ গোলে আয়োজক দেশ জাপানকে হারিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল ভারত।

এদিন ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেনাল্টি কর্নার থেকে প্রথম গোল করেন রমনপ্রীত সিং। ১৭ মিনিটে ফের ভারতকে এগিয়ে দেন সিমরনজিৎ সিংহ। জাপানের ডিফেন্ডারদের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন সিমরনজিৎ। তাঁর প্রথম শট জাপানের গোলরক্ষক বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বলে গোল করেন তিনি। জাপানের হয়ে ব্যবধান কমান কেনতা তনকা। ভারতের ডিফেন্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ম্যাচের গতির উল্টোদিকে গোল করে যান তিনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষদিকে সমতা ফেরানোর মত অবস্থায় চলে এসেছিল জাপান। তবে ভারতের গোলরক্ষক শ্রীজেশ গোল বাঁচান। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে খেলা শেষ করে দুই দল।

দ্বিতীয়ার্ধের ৩১ মিনিটে সমতা ফেরায় জাপান। তবে ফের ভারত এগিয়ে যায় ৩৪ মিনিটে। ৫০ মিনিটে ভারতকে আরও এগিয়ে দেন নীলকান্ত শর্মা। জাপানের বিরুদ্ধে দলের হয়ে পঞ্চম গোল করেন গুরজান্ত সিং। বরুণ কুমারের পাস থেকে গোল করেন তিনি। তবে ব্যবধান কমান মোরাতো। এদিন জাপানের বিরুদ্ধে জয় পেলেও ডিফেন্স নিয়ে চিন্তায় থাকবে ভারত। বেশ কয়েকবার ভারতের ডিফেন্সে হানা দিয়েছে জাপান। শ্রীজেশ গোলে না থাকলে গোল খেয়ে যেতে পারত ভারত।

এদিনের জয়ের ফলে ভারত পুল-এ''র পাঁচ ম্যাচের চারটিতে জয় তুলে নেয়। একটি ম্যাচ হেরেছে তারা। ৫ ম্যাচে ভারতের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া পুল-এ''র শীর্ষে থেকে যায়। গ্রুপ লিগের খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইংল্যান্ডে প্রবেশে বিপত্তি সূর্যকুমার -পৃথ্বীর, বেনজির সঙ্কটে বোর্ড

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : ফের বড়সড় সমস্যায় পড়তে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। শ্রীলঙ্কায় সফর শেষ করেই পৃথ্বী শ এবং সূর্যকুমার যাদবের পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ডে। আবেশ খান, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং শুভমান গিলের পরিবর্ত হিসাবে এই দুই তারকারই মূল দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া নির্ধারিত ছিল। তবে শ্রীলঙ্কায় করোনা আক্রান্ত ক্রুনাল পান্ডিয়ার সংস্পর্শে এসেছেন দুজনেই। আপাতত কলম্বোয় হোটেলে নিভৃতবাসে রয়েছেন দুইজনই। আইসোলেশনের মেয়াদ শেষের পরেও ইংল্যান্ডে উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মুখে পড়তে পারেন দুজনে। ইংল্যান্ডের প্রোটোকল মানলে সূর্যকুমার এবং পৃথ্বী শ- দুই তারকারই ইংল্যান্ডে জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া হচ্ছে না। সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী তিনদিন দুই তারকার একাধিকবার আরটিপিসিআর টেস্ট করা হবে। সেই টেস্টের ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করছে কতদিন শ্রীলঙ্কায় আইসোলেশনে কাটাতে হবে দুই তারকাকে। এমনিতে প্রতি টেস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট এলেও নূনতম ৩দিন কোয়ারেন্টিনে কাটাতেই হবে। ইংল্যান্ডে কোভিড প্রোটোকল অনুযায়ী, করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে কোনো ব্যক্তি এলে তাঁকে ইংল্যান্ডে প্রবেশের আগে ১০ দিনের আইসোলেশনে কাটাতে হবে। তারপর ইংল্যান্ডে পৌঁছনোর পরে আরও দশদিনের কোয়ারেন্টিন সারতে হবে। এই তিনদিনে তিনবার কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই মিলবে ছাড়পত্র। এই নিয়ম অনুযায়ী, সূর্যকুমার যাদব এবং পৃথ্বী শ-কে কলম্বোয় ৬ আগস্ট পর্যন্ত থাকতেই হবে। ৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলেও প্রথম দুই টেস্টে খেলতে পারবেন না তাঁরা। ইংল্যান্ডে পৌঁছে আরো দশদিন নিভৃতবাসে কাটানোর পর টিম ইন্ডিয়ার বায়ো বাবলে প্রবেশ করতে পারবেন অগাস্টের ২২ তারিখে। সেই হিসাবে লিডসে তৃতীয় টেস্টেও খেলতে পারবেন না দুজনে। বাকি পড়ে থাকবে দু-টেস্ট। আর মাত্র দিন কয়েকের অনুশীলনে ভর করেই নেমে পড়তে হবে টেস্টে। মাত্র দুটো টেস্টের জন্য সূর্যকুমার অথবা পৃথ্বীকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে এই ঝক্কি পোহাতে রাজি নয় বোর্ড। এই দুই ক্রিকেটারের বদলি কে হতে পারেন, তা নিয়েই আপাতত আলোচনা চলছে বোর্ডের অন্দরমহলে।

মেয়েদের ১০০ মিটারের সেমিফাইনালে উঠতে পারলেন না দ্যুতি চাঁদ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক্সে মেয়েদের ১০০ মিটারের সেমিফাইনালে উঠতে পারলেন না দ্যুতি চাঁদ। ইভেন্টের পাঁচ নম্বর হিটে আটজন স্প্রিন্টারের মধ্যে সাত নম্বরে শেষ করেন ভারতীয় তারকা। ১১.৫৪ সেকেন্ডে রেস শেষ করেন তিনি। সার্বিকভাবে ৫৪ জন অ্যাথলিটের মধ্যে দ্যুতি চাঁদ জায়গা করে নেন ৪৫ নম্বরে। দ্যুতির ব্যক্তিগত সেরা সময় হল ১১.১৭ সেকেন্ড, যা ভারতের জাতীয় রেকর্ডও বটে। টোকিওয় প্রতিটি হিটের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে শেষ করা স্প্রিন্টাররা ছাড়াও বাকিদের মধ্যে সার্বিকভাবে সবথেকে কম সময়ে রেস শেষ করা তিনজন অ্যাথলিট সেমিফাইনালের টিকিট পেয় যান। দ্যুতি টোকিও অলিম্পিক্সের ১০০ ও ২০০ মিটারের ছাড়পত্র পেয়ে যান বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের কোটায়। উল্লেখ্য, দ্যুতির ১০০ মিটারের বিশ্বব্যাঙ্কিং ৪৪ এবং ২০০ মিটারের ব্যাঙ্কিং ৫১।

টোকিও অলিম্পিকে মেয়েদের বক্সিংয়ের শেষ চারে লাভলিনা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : নিজের প্রথম অলিম্পিকেই ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই। মেরি কমের পর দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা বক্সার হিসাবে পদক নিশ্চিত তার। মেয়েদের ওয়েল্টারওয়েট বক্সিংয়ের সেমিফাইনালে পৌঁছালেন তিনি। শেষ আটের লড়াইয়ে চীনা তাইপেইয়ের চেন-নিয়েন চিনকে হারান ৪:১ ব্যবধানে।

প্রথম রাউন্ডে লাভলিনা একটু রক্ষনাত্মক শুরু করেছিলেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের দুই নম্বর চেন নিয়েন চিনের আগ্রাসী আক্রমনের সামনে ডিফেন্সেই মনোনিবেশ করেন ভারতীয় বক্সার। রিঙে মানিয়ে নেওয়ার পর দুর্দান্ত আক্রমনে ফেরেন লাভলিনা।

দ্বিতীয় রাউন্ডে লাভলিনার ভয়ঙ্কর জ্যাবের সামনে চেন নিয়েনের সমস্ত প্রতিরোধ ধূলিসাত হয়ে যায়। এই রাউন্ডে বিচারকদের রায় সর্বসম্মতিক্রমে যায় লাভলিনার পক্ষে। তৃতীয় রাউন্ডে অভিনব কিছু না হলে পদক নিশ্চিত ছিল ভারতের। লাভলিনা মুহূর্তের জন্যে ম্যাচের নিয়ন্ত্রন আলগা করেননি। অন্তিম রাউন্ডটি জেতেন ৪:১ এ। ম্যাচের ফল ও ৪:১। কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে শেষ চারে ওঠবার সাথেই পদক নিশ্চিত লভলিনার। সেমিফাইনালে তার প্রতিপক্ষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তুরস্কের বুশেনাজ সুর্মেনেলি।

শ্রীলঙ্কায় এবার করোনা আক্রান্ত যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতম

কলম্বো, ৩০ জুলাই (হি.স.) : একদিকে সিরিজ হারের দুঃসংবাদ। এরপর দের ভারতীয় শিবিরে আছড়ে পড়ল আরও এক খারাপ খবর। যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতম এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন। আক্রান্ত ক্রুনাল পান্ডিয়ার সংস্পর্শে আসার পরে দুই তারকাই আইসোলেশনে ছিলেন। ক্রুনালের ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হিসাবে যে আট জনকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন দুজন। তাই শেষ দুই টি-২০-তে অংশ নেননি দুই তারকা।

বৃহস্পতিবারই ভারত টি-২০ সিরিজে ১-২ ব্যবধানে হেরেছে। তারপরে শুক্রবারই বাকি ক্রিকেটাররা দেশে ফিরে আসছেন। তবে ক্রুনাল পান্ডিয়া, এদিনের আক্রান্ত দুজন কৃষ্ণাপ্পা গৌতম, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং আইসোলেশনে থাকা বাকি ছয়জনের (হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, পৃথ্বী শ, মনীশ পান্ডে, দীপক চাহার এবং ঈশান কিষান) এখনই দেশে ফেরা হচ্ছে না।

পজিটিভ ধরা পড়ার পরেই ক্রুনাল পান্ডিয়াকে গত মঙ্গলবার টিম হোটেল থেকে সরিয়ে পৃথক একটি হোটেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর সংস্পর্শে আসা বাকি আটজনকে টিম হোটেলেই রাখা হয়। বাকিদের থেকে আলাদা করে আইসোলেশনে পাঠানো হয়। শ্রীলঙ্কা সরকারের কোভিড নীতি অনুযায়ী, কেউ করোনা আক্রান্ত হলে ন্যূনতম দশ দিনের আইসোলেশন পর্ব সারতেই হবে। তারপরে একপ্রস্থ আরটিপিসিআর টেস্ট করে নেগেটিভ রিপোর্ট এলে তবেই দেশ ছাড়ার অনুমতি পাওয়া যাবে।

আশা জাগিয়েও স্ট্রেট সেটে হার দীপিকা কুমারীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : আশা জাগিয়েও ব্যর্থ হলেন দীপিকা কুমারী। তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টে কোরিয়ার সোনাজয়ী অ্যান স্যানের কাছে ৬-০ ফলে ''স্ট্রেট সেটে'' হেরে বিদায় নিলেন দীপিকা। প্রথম সেটেই পরপর তিনটি ১০ পয়েন্ট মেরে ৩০ করে দীপিকাকে চাপে ফেলে দেন স্যান। জবাবে দীপিকা দুটো ১০ মারলেও একটা ৭ মেরে বসেন। দ্বিতীয় সেটে স্যান মারেন ৯, ১০ এবং ৭। ফায়দা তুলতে পারেননি দীপিকা, তিনি মারেন ১০, ৭, ৭। তৃতীয় সেটেও হতাশ করেন ভারতের তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন দীপিকা কুমারীও। প্রথমবার অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। রাশিয়ার মেয়ে সেনিয়া পেরোভাকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হারান দীপিকা। ৬-৫ ফলে জিতে কোয়ার্টারে পৌঁছলেন ভারতীয় মেয়েটি। প্রথম ২৮-২৫ ফলে প্রথম সেট জেতেন তিনি। এরপরের সেট ২৬-২৭-এ হেরে যান। তৃতীয় সেটে ফের জয়ে (২৮-২৭) ফেরেন দীপিকা। চার নম্বর সেট ২৬-২৬ ড্র হয় এবং পাঁচ নম্বর ফের হেরে (২৫-২৮) যান দীপিকা। খেলা গড়ায় শুট অফে, যাকে একপ্রকার টাইব্রেকার বলা যায়। তাতে প্রোভার ৭ পয়েন্টের জবাবে ১০ মেরে জিতে যান দীপিকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টোকিও থেকে খালি হাতে ফিরলেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

টোকিওতে মহিলাদের হকিতে প্রথম জয় ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে টোকিও অলিম্পিক্সের মহিলাদের হকিতে জয়ের মুখ দেখল ভারত। পুল-এ''র প্রথম তিন ম্যাচে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস, জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেনের কাছে পরাজিত হয় ভারতের মহিলা হকি দল। চতুর্থ ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেন রানি রামপালরা। ভারত শনিবার লিগের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ম্যাচের প্রথম তিনটি কোয়ার্টার ছিল গোলশূন্য। চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে গোল করে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ৫৭ মিনিটের মাথায় নভনীত কউরের একমাত্র গোলে আয়ারল্যান্ডকে পরাজিত করে ভারতীয় দল। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ভারত পুল-এ''র পাঁচ নম্বরেই থেকে যায়। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা এখনও খোলা হয়েছে রানিদের সামনে। প্রথম চারে থাকতে পারলেই শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করা যাবে। এক্ষেত্রে শেষ রাউন্ডের ম্যাচে আয়ারল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেনের কাছে পরাজিত হলে এবং ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালে কোয়ার্টারে পৌঁছনো সম্ভব রানিদের পক্ষে।

ব্রোঞ্জ নিশ্চিত লভলিনার, প্রি কোয়ার্টার থেকে বিদায় সিমরনজিতের

টোকিও, ৩০ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক থেকে দ্বিতীয় পদক আসছে ভারতের ঝুলিতে। চাইনিজ তাইপেইয়ের চেনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিলেন লভলিনা বড়গোহাঁই। সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। ফলে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করলেন লভলিনা। মেরি কমের পর দ্বিতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে ভারতকে পদক দিতে চলেছেন লভলিনা। বক্সিংয়ে ভারতে প্রথম পদকটি এসেছিল বিজেন্দ্র সিংয়ের হাত ধরে। নয় বছর পরে ফের বক্সিংয়ে পদক পাচ্ছে দেশ। মেয়েদের বক্সিংয়ের ওয়েল্টারওয়েট (৬৪-৬৯ কেজি) ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠে অলিম্পিকে পদক জয় নিশ্চিত করেছেন লভলিনা। কোয়ার্টার ফাইনাল বাউটে তিনি পরাজিত করেন চাইনিজ তাইপের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বক্সার নিয়েন-চিন চেনকে, ৪-১ ব্যবধানে। অন্যদিকে, প্রি কোয়ার্টার থেকেই বিদায় নিলেন সিমরনজিৎ কৌর। ০-৫ ব্যবধানে তাইল্যান্ডের সুদাপর্ন সিসোন্ডির কাছে হেরে গেলেন তিনি। মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে হিট থেকেই বিদায় নিলেন দ্যুতি চন্দও। সাত নম্বরে শেষ করলেন তিনি।

(For publication in the Local Dailies)
The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIT No 08/EE/PWD/KHW/2021-22 Date- 27-07-2021
For
1) FDR work of different PWD roads under Khowai Sub-Division during 2021-22/SH: Patch repairing by soling and road side earthen drain. DNIT No.- 07/EE/PWD(R&B)/KHW/2021-22 Estimated Cost : 4,85,451.00, Earnest Money : 4,855.00
2) FDR work of different PWD roads under Champahour Sub-Division during 2021-22/SH: Patch repairing by soling and road side earthen drain. DNIT No.- 08/EE/PWD(R&B)/KHW/2021-22 Estimated Cost : Rs.3,61,462.00, Earnest Money : Rs. 3,615.00
3) FDR work of different PWD roads under Padmabil Sub-Division during 2021-22/SH: Surface drain, Bamboo palasiding, construction of embankment etc. DNIT No.- 09/EE/PWD(R&B)/KHW/2021-22 Estimated Cost : Rs. 3,73,938.00, Earnest Money : Rs. 3,740.00
Note •
All details related NIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 27-07-2021 to 13-08-2021.
Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.
ICA-C-1544/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.:-05/EE(Agri)/N/2021-22.

Sl.No.	e-DNIT No.	Estimated Cost
01.	05/CE/AGR/EE(NORTH)/2021-22	Rs.4,96,28,024/-
02.	16/CE/AGR/EE(NORTH)/2021-22	Rs.2,81,14,848/-
03.	06/SE/AGRI/EE(NORTH)/2021-22	Rs.55,17,221/-
04.	12/CE/AGR/EE(NORTH)/2021-22	Rs.1,52,92,008/-

Last date & time for document downloading and bidding up-to 15.00 Hrs on 01-09-2021 and time and date of opening of Bid at 15.30 Hrs on 01-09-2021 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes:- For more details kindly visit: tripuratenders.gov.in
For on behalf of thi Governor of Tripura.
Executive Engineer
Department of Agriculture
Dharmanagar,North Tripura.
ICA-C-1549/2021-22

PNIe-T No:- 31/EE/PWP(DWS)/AMB/2021-22 Date 23-07-2021
e-Tender in 2(twol bid system are invited for the following work:-

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for online bidding	Time & date of pre-Bid conference	Time & date of Opening of online technical bid
1	22/CE/PWD(DWS)/2021-22 (2nd Call)	84943064.00	Upto 3.00 P.M on 20-08-2021	At 12.00 A.M on 04-08-2021	At 3.30 P.M on 21-08-2021

All details can be seen in the office.of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact:- 03826-267-230/ 9436355955
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura
ICA-C-1539/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/11 /2021-22 Dated: 27.07.2021
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	EE-IED/AMB/45/2021-22	₹ 1,92,646.00	₹ 1,926.00	Upto 14.00 Hrs. on 16.08.2021	At 12.30 Hrs. on 17.08.2021
2	EE-IED/AMB/46/2021-22	₹ 4,65,987.00	₹ 4,660.00		
3	EE-IED/AMB/47/2021-22	₹ 3,10,649.00	₹ 3,106.00		
4	EE-IED/AMB/48/2021-22	₹ 4,27,149.00	₹ 4,271.00		
5	EE-IED/AMB/49/2021-22	₹ 4,27,149.00	₹ 4,271.00		
6	EE-IED/AMB/50/2021-22	₹ 3,88,311.00	₹ 3,883.00		
7	EE-IED/AMB/51/2021-22	₹ 4,40,479.00	₹ 4,405.00		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Ajit tlhosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.
ICA-C-1534/2021-22

কলেজে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবী নিয়ে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশ দিল ছাত্রছাত্রীরা। ছবি নিজস্ব।

কোভিডে ভারতে ৪.২৩-লক্ষাধিক মৃত্যু মোট সংক্রমণ ৩.১৫-কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ভারতে কোভিডের সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না, বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ২৩০ জন। বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৫৫ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪২,৩৬০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৫,১৫৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১, ৩১৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৮,১৬, ২৭৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৪,২৩০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৪৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৩১৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৫.৬০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৫,৬০,৩৩, ৭৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫১,৮৩,১৮০ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৫৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৩,২১৭ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা আরও বাড়ল, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,৩৬০ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৭,৪৩,৯৭২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৫৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

রাজনাথ সকাশে বোম্মাই, দেখা করলেন শাহের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): দু''দিনের সফরে শুক্রবার সকালে দিল্লিতে এসেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। দিল্লিতে এসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন বাসবরাজ বোম্মাই। তিনি দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও। বাসবরাজ বোম্মাই দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও।

শুক্রবার সকালেই দিল্লিতে এসেছেন বাসবরাজ। এদিন সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন বাসবরাজ বোম্মাই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে বিশেষ মুকুট পরিয়ে দেন বোম্মাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী। অমিত শাহ টুইট করে জানিয়েছেন, 'কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি। কর্ণাটককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ও তাঁর টিমকে অভিনন্দন।'

দিল্লিতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৬৩ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৩ জন, নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন করোনা-রোগীর, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ০৫২ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১০ হাজার ৫৭৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৪ জন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫৮০ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ০.০৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

পেগাসাস-সহ নানা ইস্যুতে উত্তাল রাজ্যসভা, বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): পেগাসাস, কৃষি বিল-সহ অন্যান্য ইস্যুতে শুক্রবারও উত্তাল হল সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। শুক্রবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস-সহ নানা ইস্যুতে রাজ্যসভায় সরব হন কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিভিন্ন দলের বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত বিরোধীরা করতে দিচ্ছে না : প্রহ্লাদ জোশি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী সাংসদদের অনভিপ্রেত আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি। শুক্রবার লোকসভায় জোশি বলেছেন, 'সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা করতে দিচ্ছে না।'

তিনি আরও জানান, 'আলোচনা না করে বিল পাস করতে চায় না সরকার।'

বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই পেগাসাস, কৃষি আইন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। ফলে লোকসভা ও রাজ্যসভা-সংসদের উভয়কক্ষেই স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। বারবার মুলতুবি করতে হচ্ছে উভয়কক্ষের অধিবেশন। শুক্রবারই তুমুল হইহট্টগোলের কারণে আগামী ২ আগস্ট বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে রাজ্যসভার অধিবেশন।

এদিন বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি বলেন, 'অনেক ইস্যু রয়েছে, যা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আলোচনা না করে বিল পাস করতে চায় না সরকার। আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি, কিন্তু তাঁরা আলোচনা করতে দিচ্ছেন না।' প্রহ্লাদ জোশি আরও বলেছেন, ""৩১৫ জনেরও বেশি সদস্য প্রশ্নোত্তর পর্ব চাইছেন, তারপরও এমন আচরণ, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সংসদের উভয়কক্ষে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী। এটি মোটেও সিরিয়াস বিষয় নয়। দয়া করে সদন চলতে দিন।'

আটক ১০ বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত

ঢাকা,৩০ জুলাই।। বিভিন্ন সময় ভালো কাজের আশায় ভারতে গিয়ে আটক হওয়া ১০ বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত সরকার।

বৃহস্পতিবার রাতে পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে সাতজন পুরুষ ও তিনজন নারীকে বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফেরত আসারা হলেন- রোকসানা, মাহমুদা, গোলাপ মিয়া, সাকিব হোসেন, রাসেল মিয়া,আযশো, নাঈম, খোকন, সাগর, সাজু। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা, নড়াইল ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন এলাকায়। ফেরত আসাদের গ্রহণ করেছে 'রাইটস যশোর' ও 'জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার' নামে দু'টি এনজিও সংস্থা।

রাইটস যশোরের ফিল্ড অফিসার তৌফিক জানান, ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন সময় দালালের খপ্পরে পড়ে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতের ব্যাঙ্গালুরু যান। পরে সেখানকার পুলিশ তাদের আটক করলে ৩ বছর মেয়াদে সাজা হয় তাদের। পরবর্তীতে একটি এনজিও সংস্থা তাদের ছাড়িয়ে নিজেদের শেল্টার হোমে রাখে। এরপর দুই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি চালাচালির এক পর্যায়ে আজ তাদেরকে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনা হয়েছে।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ওসি আহসান হাবিব জানান, সাতজন পুরুষ ও তিনজন নারীকে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদেরকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

Ph.D ডিগ্রী অর্জন

ড. সবিতা দাস

ড. সবিতা দাস সম্প্রতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহকারী অধ্যাপিকা ড. টিংকু দে (গোপ) মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাবিজ্ঞানে Ph. D. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "Study on Professional Ethics, Teacher Effectiveness and Professional Stress of Secondary School Teachers in relation to the Academic Achievement of Secondary Schools". তার গবেষণা কর্মের বিভিন্ন অংশ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের জার্নাল ও আলোচনাচক্রে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। ড. দাস UGC NET পরীক্ষায় তিন বার সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হয়েছেন, এছাড়াও ২০১৬ সালে UGC JRF Award পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি রামঠাকুর কলেজে সহকারী অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরতা। ড. দাস দক্ষিণ বাধারঘাট নিবাসী শ্রী ননীগোপাল দাস ও শ্রীমতী কাঞ্চন দাসের একমাত্র কন্যা এবং আগরতলা লক্ষ্মী নারায়ণ রোড নিবাসী শ্রী অরুণ নাথ ও শ্রীমতী জয়ন্তী ভৌমিকের একমাত্র পুত্র অভিজিৎ নাথের স্ত্রী। তার এই সাফল্যে দাদা শ্রী রতিরঞ্জন দাস ও শ্রী সঞ্জীব দাস, পিসি শ্রীমতী কমলা সরকার, প্রিয় বান্ধবী রূপা সরকার ও সকল ভাই বোনসহ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং শুভার্থীরা খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। তার অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য তার গাইড ড. টিংকু দে (গোপ) মহাশয়া, দাদা অভিজিৎ সরকার (অপু), পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে কৃতজ্ঞ ও অনুগত।

মধুপুরে সিপিআইএম সমর্থক বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা ও অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। মধুপুর থানাধীন পুরাতন রাজনগরে গতকাল গভীর রাতে সিপিআইএম সমর্থক বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে। অগ্নি সংযোগের ফলে একটি বাইক সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পেতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন পরিবারের লোকজনরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মধুপুর থানাধীন পুরাতল রাজনগর এলাকায় সিপিআই এম সমর্থকের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। জানা যায় সিপিআইএম সমর্থক বিনয় চৌধুরীর বাড়িতে২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর চারবার শাসক দলের দুষ্কৃতীকারীরা হামলা চালিয়েছে। বিনয় চৌধুরীসহ পরিবারের লোকজনদের প্রাণে মারার চেষ্টাও করেছৈ দুষ্কৃতিকারীরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে বিনয় চৌধুরীর বাইকটিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং পরিবারের লোকজনদের প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। অল্পেতে তারা প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানান। বিনয় চৌধুরী আরো অভিযোগ করেন,প্রতিনিয়ত শাসক দল বিজেপির দুষ্কৃতীরা হামলা চালাচ্ছে এবং বাড়ি থেকে বের হলে শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা চড়-থাপ্পড় দেয় বলেও অভিযোগ। এ নিয়ে বিনয় চৌধুরীর পরিবার মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করার পরও আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখন দেখার বিষয় মধুপুর থানার পুলিশ দুষ্কৃতিকারীদের টিকির নাগাল পায় কিনা। সেটার দিকেই তাকিয়ে আছে আক্রান্ত হওয়া বিনয় চৌধুরীর পরিবার। পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অকালি দলের, ক্ষোভ কংগ্রেস ও বিএসপি-র

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চালিয়েই যাচ্ছে শিরোমণি অকালি দল। এবার অকালি দলের পাশাপাশি কৃষি আইন বাতিলের দাবি জানাল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) ও কংগ্রেস। কৃষি আইন ইস্যুতে শনিবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে শিরোমণি অকালি দল। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে শুক্রবারও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদরা।

শিরোমণি অকালি দল ছাড়াও বহুজন সমাজ পার্টি ও কংগ্রেস সাংসদরাও কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। কেন্দ্রের কাছে তিনটি কৃষি আইন বাতিলের অনুরোধ জানান তাঁরা। এদিন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরৌত কৌর বাদল জানিয়েছেন, 'শনিবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করব আমরা।' কংগ্রেস সাংসদ জে এস গিল বলেছেন, 'কৃষকদের সমর্থনে আমরা এখানে আছি।' তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এদিন সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান পঞ্জাবের কংগ্রেস সাংসদরা।

কোভিড-সংক্রমণ ৪১,৮৫৩, ব্রাজিলে কোভিডে ১,৩৫৪ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৩০ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ফের উর্ধগামী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,৩৫৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৫৪ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৮৫৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৮৩৯,৩৬৯ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪১,৮৫৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,৮৩৯,৩৬৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,৩৫৪ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬২৬ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৫৬৯,৯৯১ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,১৪, ৭৫২ জন।

সেচের অভাবে কচু চাষে মার খাচ্ছেন কুলাইয়ের চাষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। কচুচাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন ছিল এক কৃষকের। কিন্তু জলের অভাবে স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর ধরে কচুক্ষেত করে আসছে আমবাসা ব্লকের লালছড়ি এলাকার কৃষক হিরন দেবনাথ। প্রত্যেক বছরই জমির অর্ধেক অংশ নিয়ে কচুক্ষেত করেন তিনি। লাভের পরিমাণও ভালই ছিল। পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস কৃষিকাজ। তাই প্রত্যেক বছরই জমিতে কচুচাষ করেন ওই কৃষক। বিগত কয়েক বছর ধরে উৎপাদিত কচু বাজারে বিক্রি করে লাভবান হতেন। কিন্তু এ বছর ক্ষতির সম্মুখীন এই কৃষক। জলের অভাবে কচুক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। এই এলাকার কৃষকদের জন্য একটি জলের মেশিন থাকলেও তা বিকল হয়ে রয়েছে অনেকদিন ধরে। জল উত্তোলক মেশিনটি সারাই করার জন্য বারবার জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। জমির অর্ধেক অংশের জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রায় ১১০০ কচু গাছ। কিন্তু জলের অভাবে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে কৃষক হিরন দেবনাথ জানান পাঁচ বছর ধরে কচুক্ষেত করে আসছি, এবছর ক্ষতির সম্মুখীন।শুধু মাত্র জলের অভাবে এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুধু কচুক্ষেতেই নষ্ট হচ্ছে না, জলের অভাবে কৃষকদের দা সবজিসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হচ্ছে।এখন দেখার বিষয় দপ্তর এসব বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়।

ভারত থেকে পাথর আমদানি বন্ধ , রৌমারীর তুরা স্থলবন্দরে কর্মহীন চার হাজার পাথর শ্রমিক

।। **মনির হোসেন।। ঢাকা,৩০ জুলাই।।** করোনা মহামারির কারণে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার তুরা স্থলবন্দরে ভারত থেকে পাথর আমদানি বন্ধ রয়েছে গত চার মাস ধরে। বন্ধ রয়েছে সেখানকার শতাধিক পাথর ভাঙার মেশিন। ফলে চার হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছেন কর্মহীন। কাজ নেই তাই আয়ও নেই। কর্মহীন শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। অনেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন।

শ্রমিক জিয়ারুল ইসলাম (৪৮) বলেন, "পাথর ভাঙার কাজ করে সংসার চালিয়ে আসছিলাম গত কয়েক বছর ধরে। প্রতিদিন গড়ে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হতো। ছয়জনের পরিবার নিয়ে মোটামুটি ভালোই কাটছিল। গত চার মাস ধরে কোনো রোজগার নেই। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিদিন বন্দরে আসি কাজের আশায় কিন্তু কাজ নেই, মেশিন বন্ধ। জমানো কিছু টাকা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। স্থানীয় একজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছি।

শ্রমিক জামিউল হক (৩৫) বলেন,করোনা আমাদের কর্মহীন করেছে। পাথর আমদানি বন্ধ তাই পাথর ভাঙার মেশিনগুলোও বন্ধ। হাতে অন্য কোনো কাজও নেই। কাজের খোঁজে বন্দরে আসি আর ফিরে যাই। সংসার চালাতে পারছি না। অসহায় হয়ে পড়েছি। শ্রমিক আবদার মিয়া (৪৫) বলেন, পাথর লোড-আনলোড করে সংসার চালাতাম। এখন কর্মহীন। সংসার চালাতে চড়া সুদে ঋণ নিয়েছি।

পাথর ভাঙা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নুর কালাম বলেন, তুরা স্থলবন্দরে চার হাজারে বেশি শ্রমিক পাথর ভাঙা ও পাথর লোড-আনলোডের কাজ করেন। সেখানে শতাধিক পাথর ভাঙার মেশিন রয়েছে। প্রত্যেক মেশিনে ২৫ থেকে ৩০ জন কাজ করে থাকেন। এটাই ছিল আমাদের একমাত্র কর্ম। গত চার মাস ধরে আমরা কর্মহীন। কর্মহীন শ্রমিকরা কোনো সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পাচ্ছেন না বলেও তিনি জানান।

তুরা স্থলবন্দরে পাথর আমদানিকারক রাশেদুল ইসলাম বলেন, এই স্থলবন্দরে শুধু ভারতের আসাম থেকে পাথর আমদানি করা হয়ে থাকে। করোনা মহামারির কারণে ভারতের ব্যবসায়ীরা গত চার মাস ধরে ব্যবসা বন্ধ রাখায় পাথর আমদানি করতে পারছি না। আমাদের পাথর ভাঙার মেশিনগুলো বন্ধ রয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীরাও অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছি। ভারতের ব্যবসায়ীরা পাথর রপ্তানি না করলে আমরাও পাথর আমদানি করতে পারছি না। তাদের বুঝিয়ে পাথর আমদানি শুরু করার চেষ্টা করছি, যোগ করেন তিনি।

পাথর আমদানিকারক ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম সালু বলেন, পাথর আমদানি বন্ধ থাকায় পাথর ভাঙা মেশিনগুলো বন্ধ রয়েছে। ফলে শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে গেছেন। তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। সরকারের দেওয়া ত্রাণ সহায়তা এ সব শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মাস্ক ছাড়া চলাফেরা করা পথচারীদের রাজপথে করোনার এন্টিজেন টেস্ট করা হয় । শুক্রবার তোলা ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।